আর্-রাহীকুল মাখতূম

বা

মোহরাঙ্কিত জান্নাতী সুধা

শায়খুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রঃ)

আর-রাহীকুল মাখতূম

বা

মোহরাঙ্কিত জান্নাতী সুধা

[বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিশ্বখ্যাত জীবনী গ্রন্থ]

১৯৮৭ সালে রাবেতা আল-আলম আল-ইসলামী আয়োজিত নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনীর উপর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ১১৮২টি গ্রন্থের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী স্মারক গ্রন্থ

[লেখক কর্তৃক সম্পাদিত ১৯৯৪ সালের বর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণের আলোকে মুদ্রিত]

মূল

শাইখুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)

সাবেক অধ্যাপক, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদ

আব্দুল খালেক রহমানী

সাবেক উপাধ্যক্ষ, কামারখন্দ সিনিয়র ফাযিল মাদ্‌রাসা, সিরাজগঞ্জ

মুয়ীনুদ্দীন আহমাদ

প্রভাষক, রাজশাহী উইনিভার্সিটি কলেজ, রাজশাহী

ভাষা সম্পাদনা

সাইফুদ্দীন আহমাদ

অধ্যাপক মোহাম্মাদ মোজাম্মেল হক

For more authentic e-books and courses, visit

https://academy.texsam.com

https://academy.texsam.com

আর-রাহীকুল মাখতূম বা মোহরাঙ্কিত জান্নাতী সুধা
শাইখুল হাদীস আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (রহ.)

মূল প্রকাশক : ফাইজুর রহমান (লেখকের বড় ছেলে)
হোসাইনাবাদ, পো: মুবারকপুর
জেলা : আজমগড়, ইউ. পি.

প্রকাশনায় :
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা–১১০০
ফোন : 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396
ওয়েব : www.tawheedpublications.com ইমেল : tawheedpp(@)gmail.com,

গ্রন্থস্বত্ব © :

এ বইয়ের সকল ভাষার সংস্করণ লেখকের উত্তরাধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। কোন ভাষাতেই এ বইয়ের অনুবাদ তাদের বিন অনুমতিতে ছাপানো ও প্রকাশ করা অনৈতিক, অবৈধ ও আইনত দণ্ডনীয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
আব্দুল্লাহ বিন ইসমাঈল সালাফী
ড. আবদুল্লাহ ফারুক সালাফী
আবদর রব আফফান

সংশোধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ (বাংলাদেশ)
জুমাদাল উলা ১৪৩২ মোতাবিক এপ্রিল ২০১১ ঈসায়ী

ISBN : 978-984-8766-06-4

9 789848 766064

মুদ্রণ : হেরা প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

AR-RAHEEQ AL-MAKHTUM [The Sealed Nectar] by : Shakhul Hadith Allama Safiur Rahman Mubarakpuri, Published by Tawheed Publications, 90, Hazi Abdullah Sarkar Lane, Bangshal, Dhaka-1100, Phone : 7112762, 01190-368272, 01711-646396, 01919-646396, Web : www.tawheedpublications.com Email : tawheedpp(@)gmail.com.
© : All Rights Reserved by the Author. Price : 400 Taka Bangladeshi. 45 Saudi Riyal. 10 US $

https://academy.texsam.com

সতর্কীকরণ

বাংলাদেশে কতিপয় পুস্তক ব্যবসায়ী কপি রাইট আইন লঙ্ঘন করে মূল লেখকের অনুমতি ছাড়াই এ বইটি অনুবাদ ক'রে অথবা মূল লেখকের তত্ত্বাবধানে অনূদিত বাংলা সংস্করণের কপি কিছুটা রদবদল ক'রে অনৈতিক ও অবৈধভাবে প্রকাশ ও বিক্রয় করে আসছে। **যেহেতু বইটির বাংলা অনুবাদ মূল লেখকের তত্ত্ববধানেই ১৯৯৬ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে, সেহেতু দ্বিতীয়বার এ বইয়ের বাংলা অনুবাদের প্রশ্নই ওঠে না।** অবিলম্বে এহেন অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার জন্য তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। আশা করি কারো হক নষ্ট করা থেকে বিরত থাকবেন এবং এটির মুদ্রণ হতে বিরত থেকে আপন আপন প্রকাশনার সুনাম অক্ষুন্ন রাখবেন।

সুবিবেচক পাঠকবৃন্দের প্রতি অনুরোধ, আশা করি মূল লেখকের হক বিনষ্টকারী অবৈধভাবে প্রকাশিত আর-রাহীকুল মাখতূমের কোন সংস্করণ ক্রয় করবেন না। **তাওহীদ পাবলিকেশন্সকে** শুধুমাত্র এর বাংলা সংস্করণটি ছাপানেরা অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

This ebook contain Interactive Link. Interactive link means CONTENTS pages are linked with their appropriate pages, and vise-versa. So, when you click on a topic from the CONTENTS page, it will automatically direct you to the relevant page.

https://academy.texsam.com

This ebook contain Interactive Link. Interactive link means CONTENTS pages are linked with their appropriate pages, and vise-versa. So, when you click on a topic from the CONTENTS page, it will automatically direct you to the relevant page.

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	কী	কোথায়
১.	প্রথম প্রকাশকের নিবেদন	১৯
২.	প্রকাশকের ভূমিকা (বাংলাদেশ সংস্করণ)	২১
৩.	এ গ্রন্থ	২২
৪.	আরবী ৩য় সংস্করণের ভূমিকা	২৭
৫.	আরবী ১ম সংস্করণের ভূমিকা	২৯
৬.	গ্রন্থ রচয়িতার জীবন বৃত্তান্ত	৩১
৭.	লেখকের আরবী সংস্করণের ভূমিকা	৩৩
৮.	তৎকালীন আরবের ভৌগোলিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা	৩৪
৯.	আরবের ভৌগোলিক অবস্থান এবং গোত্রসমূহ	৩৪
১০.	আরবের অবস্থান	৩৪
১১.	আরব সম্প্রদায়সমূহ	৩৫
১২.	সমসাময়িক আরবের বিভিন্ন রাজ্য ও নেতৃত্ব প্রসঙ্গ	৪৩
১৩.	ইয়ামান সাম্রাজ্য	৪৩
১৪.	হীরার সাম্রাজ্য	৪৫
১৫.	শাম রাজ্যের শাসন	৪৭
১৬.	হিজাযের নেতৃত্ব	৪৭
১৭.	আরব দলপতিত্বের আরও কিছু কথা	৫৩
১৮.	রাজনৈতিক অবস্থা	৫৪
১৯.	আরবে ধর্মকর্ম এবং ধর্মীয় মতবাদ প্রসঙ্গে	৫৫
২০.	দ্বীনে ইবরাহীমীতে কুরাইশগণের বিদ'আত	৬২
২১.	ধর্মীয় অবস্থা	৬৫
২২.	জাহেলিয়াত সমাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৬৭
২৩.	সামাজিক অবস্থা	৬৭
২৪.	অর্থনৈতিক অবস্থা	৭১
২৫.	নীতি নৈতিকতা	৭১
২৬.	পয়গম্বরী বংশাবলী, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সৌভাগ্যময় আবির্ভাব ও তাঁর পবিত্রতম জীবনের চল্লিশটি বছর	৭৪
২৭.	পয়গম্বরী বংশাবলী	৭৪
২৮.	নাবী পরিবার পরম্পরা	৭৫
২৯.	যমযম কূপ খনন	৭৭
৩০.	হস্তী বাহিনীর ঘটনা	৭৭
৩১.	আব্দুল্লাহ, (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা)	৭৯
৩২.	সৌভাগ্যময় জন্ম এবং পবিত্র জীবনের চল্লিশ বছর	৮১
৩৩.	সৌভাগ্যময় জন্ম	৮১
৩৪.	বনু সা'দ গোত্রে লালন পালন	৮১
৩৫.	বক্ষ বিদারণ	৮৪
৩৬.	স্নেহময়ী মাতৃক্রোড়ে	৮৪
৩৭.	পিতামহের স্নেহ-ছায়ার আশ্রয়ে	৮৪
৩৮.	স্নেহশীল পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে	৮৫
৩৯.	চেহারা মুবারক হতে রহমত বর্ষণের অন্বেষণ	৮৫

https://academy.texsam.com

৪০.	বাহীরা রাহিব	৮৬
৪১.	ফিজার যুদ্ধ	৮৬
৪২.	হিলফুল ফুযূল বা ন্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা	৮৭
৪৩.	দুঃখময় জীবন যাপন	৮৮
৪৪.	খাদীজাহ (رضي الله عنها)-এর সঙ্গে বিবাহ	৮৮
৪৫.	কা'বাহ গৃহ পুনর্নির্মাণ এবং হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসা	৮৯
৪৬.	নুবুওয়াত লাভের পূর্বকালীন সংক্ষিপ্ত চরিত্র	৯১
৪৭.	নুবুওয়াতী জীবন, রিসালাত ও দা'ওয়াত পয়গম্বরী যুগ পবিত্র জীবনের মক্কা অবস্থানকাল : দাওয়াতের সময়কাল ও স্তর	৯৩
৪৮.	পয়গম্বরীত্বের প্রচ্ছায়ায়	৯৩
৪৯.	হেরা গুহার অভ্যন্তরে	৯৩
৫০.	জিবরাঈল (عليه السلام)-এর আগমন	৯৪
৫১.	ওহী নাযিল শুরুর মাস, দিন এবং তারিখ (টিকায় দেখুন)	৯৪
৫২.	ওহী বন্ধ	৯৬
৫৩.	পুনরায় ওহীসহ জিবরাঈল (عليه السلام)-এর আগমন	৯৭
৫৪.	ওহীর প্রকারভেদ	৯৯
৫৫.	প্রথম ধাপ : ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ	১০১
৫৬.	তিন বছর গোপনে প্রচার	১০১
৫৭.	ইসলাম কবূলকারী প্রথম দল	১০১
৫৮.	সালাত বা প্রার্থনা	১০২
৫৯.	দ্বিতীয় স্তর : প্রকাশ্য প্রচার	১০৪
৬০.	প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম আদেশ	১০৪
৬১.	আত্মীয়-স্বজনদের নিকট প্রচারের নির্দেশ	১০৪
৬২.	সাফা পর্বতের উপর	১০৫
৬৩.	হজ্জ যাত্রীগণকে বাধা দেয়ার বৈঠক	১০৮
৬৪.	বিরুদ্ধাচরণের বিভিন্ন পন্থা	১১০
৬৫.	প্রথম পন্থা : উপহাস, ঠাট্টা-তামাশা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, মিথ্যা প্রতিপন্ন, অকারণ হাসাহাসি	১১০
৬৬.	দ্বিতীয় পন্থা : সংশয় সন্দেহের উসকানি ও মিথ্যা দাওয়াতের মুখোশ উন্মোচন	১১১
৬৭.	তৃতীয় পন্থা : অতীতকালের ঘটনাবলী এবং উপাখ্যানসমূহ এবং কুরআন কারীমে বর্ণিত বিষয়াদির মধ্যে অর্থহীন ঝগড়া বা প্রতিদ্বন্দ্বীতার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে জনমনে ধাঁধার সৃষ্টি করা এবং মুক্ত চিন্তা-ভাবনার সুযোগ না দেয়া	১১৫
৬৮.	অন্যায় অত্যাচার	১১৬
৬৯.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান	১২০
৭০.	আবূ ত্বালিব সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি দল	১২০
৭১.	আবূ ত্বালিবের প্রতি কুরাইশদের ধমক	১২০
৭২.	পুনরায় আবূ ত্বালিব সমীপে কুরাইশগণ	১২১
৭৩.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে বিভিন্নমুখী শত্রুতা	১২২
৭৪.	আরক্বামের বাড়িতে	১২৭
৭৫.	আবিসিনিয়ার প্রথম হিজরত	১২৮
৭৬.	মুসলিমদের সঙ্গে কাফিরদের সিজদাহ ও মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তন	১২৮
৭৭.	আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় হিজরত	১৩০
৭৮.	আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুহাজিরদের বিরুদ্ধে কুরাইশ ষড়যন্ত্র	১৩০
৭৯.	অত্যাচারে কঠোরতা অবলম্বন ও নাবী কারীম (ﷺ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র	১৩৩
৮০.	বড় বড় সাহাবাদের ইসলাম গ্রহণ	১৩৭

https://academy.texsam.com

৮১.	হামযাহ -এর ইসলাম গ্রহণ	১৩৭
৮২.	'উমার -এর ইসলাম গ্রহণ	১৩৭
৮৩.	রাসূলুল্লাহ ()-এর সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধি	১৪৩
৮৪.	রাসূলুল্লাহ () এর সাথে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কথোপকথন	১৪৫
৮৫.	রাসূলুল্লাহ ()-কে হত্যার ব্যাপারে আবূ জাহলের অঙ্গীকার	১৪৬
৮৬.	রাসূলুল্লাহ ()-কে হত্যার ব্যাপারে আবূ জাহলের অঙ্গীকার	১৪৬
৮৭.	সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা ও কিছু ছাড় দেয়া	১৪৭
৮৮.	কুরাইশদের হতভম্বতা, প্রানান্তকর প্রচেষ্টা এবং ইহুদীদের সাথে মিলে যাওয়া	১৪৮
৮৯.	আবূ ত্বালিব ও তার আত্মীয় স্বজনের অবস্থান	১৫০
৯০.	পূর্ণাঙ্গ বয়কট	১৫১
৯১.	অত্যাচার উৎপীড়নের অঙ্গীকার	১৫১
৯২.	তিন বৎসর, 'শিয়াবে আবূ ত্বালিব' গিরিসংকটে অন্তরীণাবস্থা	১৫১
৯৩.	অঙ্গীকারনামা বিনষ্ট	১৫২
৯৪.	আবূ ত্বালিব সমীপে শেষ কুরাইশ প্রতিনিধি দল	১৫৫
৯৫.	শোকের বছর	১৫৮
৯৬.	আবূ ত্বালিবের মৃত্যু	১৫৮
৯৭.	আল্লাহর অনন্ত রহমতের পথে খাদীজাহ	১৫৯
৯৮.	দুঃখের উপরে দুঃখ	১৫৯
৯৯.	রাসূলুল্লাহ ()-এর সাথে সাওদাহ -এর বিবাহ	১৬০
১০০.	প্রথম পর্যায়ের মুসলিমগণের ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা এবং এর অন্তর্নিহিত কারণসমূহ	১৬১
১০১.	তৃতীয় পর্যায়, মক্কাভূমির বাইরে ইসলামের দাওয়াত	১৭০
১০২.	ত্বায়িফে রাসূল ()	১৭০
১০৩.	ব্যক্তি এবং গোষ্ঠিকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান	১৭৬
১০৪.	যে সকল গোত্রের নিকট ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল	১৭৬
১০৫.	ঈমানের শিখা মক্কার বাইরে	১৭৭
১০৬.	ইয়াসরিবের (মদীনার) ছয়টি পুণ্যবান আত্মা	১৮১
১০৭.	'আয়িশাহ -এর সঙ্গে বিবাহ	১৮৩
১০৮.	নৈশ ভ্রমণ ও উর্ধ্বগমন বা মি'রাজ	১৮৪
১০৯.	'আক্বাবার প্রথম বায়আত (আনুগত্যের শপথ)	১৮৯
১১০.	মদীনায় ইসলাম প্রচারকের দল	১৯০
১১১.	গৌরবময় সফলতা	১৯০
১১২.	'আক্বাবার দ্বিতীয় শপথ	১৯৩
১১৩.	কথাবার্তার পর্যায় এবং 'আব্বাস -এর পক্ষ থেকে সমস্যার নাজুকতার ব্যাখ্যা	১৯৪
১১৪.	বাই'আতের দফাসমূহ	১৯৪
১১৫.	বাই'আতের বিপজ্জনক দিকগুলো পুনঃস্মরণ	১৯৫
১১৬.	বাই'আতের পূর্ণতা লাভ	১৯৬
১১৭.	বারো জন নক্বীব বা নেতা	১৯৭
১১৮.	শয়তান চুক্তির কথা ফাঁস করে দিল	১৯৭
১১৯.	কুরাইশদের উপর আক্রমণের জন্য আনসারদের প্রস্তুতি	১৯৭
১২০.	ইয়াসরিবী নেতৃবৃন্দের সামনে কুরাইশদের বিক্ষোভ	১৯৮
১২১.	সংবাদের সত্যতা ও শপথকারীদের পশ্চাদ্ধাবন	১৯৮
১২২.	হিজরতের সর্বপ্রথম বাহিনী	২০০
১২৩.	দারুন নাদওয়াতে (সংসদ ভবনে) কুরাইশদের অধিবেশন	২০৩

https://academy.texsam.com

১২৪.	সংসদীয় বিতর্ক শেষে সর্ব সম্মতিক্রমে নাবী (ﷺ)-কে অন্যায়ভাবে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ	২০৪
১২৫.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হিজরত	২০৬
১২৬.	আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার ইচ্ছে ও কুরাইশদের প্রচেষ্টা	২০৬
১২৭.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাড়ি ঘেরাও	২০৬
১২৮.	হিজরতের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গৃহত্যাগ	২০৭
১২৯.	গৃহ থেকে গুহা পর্যন্ত	২০৮
১৩০.	গুহায় প্রবেশ	২০৯
১৩১.	কুরাইশদের প্রচেষ্টা	২০৯
১৩২.	মদীনার পথে	২১০
১৩৩.	পথে ঘটিত কতিপয় বিচ্ছিন্ন ঘটনা	২১১
১৩৪.	কুবাতে আগমন	২১৬
১৩৫.	মদীনায় প্রবেশ	২১৭
১৩৬.	মদীনার জীবন : দাওয়াত, জিহাদ ও পরিত্রাণের যুগ	২২০
১৩৭.	মদীনার জীবনে দাওয়াত ও জিহাদের স্তরসমূহ	২২০
১৩৮.	মদীনার মানচিত্র	২২১
১৩৯.	মদীনার অধিবাসীগণ এবং হিজরতের সময় তাদের অবস্থা	২২২
১৪০.	প্রথম পর্যায়, নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ণ	২২৮
১৪১.	মাসজিদে নাবাবীর নির্মাণ	২২৮
১৪২.	মুসলিমদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন	২২৯
১৪৩.	পরস্পরে ইসলামী সাহায্যের অঙ্গীকার	২৩১
১৪৪.	জীবনধারায় বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণার প্রবর্তন	২৩২
১৪৫.	ইহুদীদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন	২৩৬
১৪৬.	এ চুক্তির ধারাসমূহ	২৩৬
১৪৭.	অস্ত্রের ঝনঝনানি	২৩৮
১৪৮.	কুরাইশদের সংঘাতময় কর্মসূচী এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের সঙ্গে পত্রালাপ	২৩৮
১৪৯.	মুসমানদের জন্য মসজিদুল হারামের দরজা বন্ধ করে দেয়ার ঘোষণা	২৩৯
১৫০.	মুহাজিরদেরকে কুরাইশদের ধমক প্রদান	২৩৯
১৫১.	যুদ্ধের অনুমতি	২৪০
১৫২.	বদর যুদ্ধের পূর্বেকার সারিয়্যাহ ও গাযওয়াহসমূহ	২৪১
১৫৩.	সারিয়্যাহ ও গায্ওয়াহসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :	২৪২
১৫৪.	সারিয়্যাতু সীফিল বাহর বা সমুদ্রোপকূলের প্রেরিত বাহিনী	২৪২
১৫৫.	সারিয়্যাতু রাবিগ বা রাবিগ অভিযান	২৪২
১৫৬.	সারীয়্যায়ে খার্রার	২৪২
১৫৭.	গাযওয়ায়ে আবওয়া অথবা অদ্দান	২৪৩
১৫৮.	গাযওয়ায়ে বুওয়াত্ব বা বুওয়াত্বের অভিযান	২৪৩
১৫৯.	গাযওয়ায়ে সাফওয়ান	২৪৩
১৬০.	গাযওয়ায়ে যুল 'উশাইরাহ	২৪৩
১৬১.	নাখলাহ অভিযান	২৪৪
১৬২.	গাযওয়ায়ে বদরে কুবরা- ইসলামের প্রথম ফায়সালাকারী যুদ্ধ	২৪৮
১৬৩.	যুদ্ধের কারণ	২৪৮
১৬৪.	মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ও তাঁদের নেতৃত্বের বিন্যাস	২৪৮
১৬৫.	বিপদের ঘোষণা	২৪৯
১৬৬.	মক্কাবাসীদের যুদ্ধ প্রস্তুতি	২৪৯

https://academy.texsam.com

১৬৭.	মক্কী সেনাবাহিনীর সংখ্যা	২৫০
১৬৮.	বনু বাক্‌র গোত্রের সমস্যা	২৫০
১৬৯.	মক্কী সেনাবাহিনীর যুদ্ধ যাত্রা	২৫০
১৭০.	কাফেলার নিরাপদ অগ্রযাত্রা	২৫০
১৭১.	মক্কায় প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে মক্কা বাহিনীর মধ্যে মতভেদ	২৫১
১৭২.	মুসলিম বাহিনীর স্পর্শকাতর অবস্থা	২৫১
১৭৩.	পরামর্শ সভার বৈঠক	২৫২
১৭৪.	মুসলিম বাহিনীর পরবর্তী অগ্রযাত্রা	২৫৩
১৭৫.	তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা	২৫৩
১৭৬.	মক্কী বাহিনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যলাভ	২৫৪
১৭৭.	রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ	২৫৪
১৭৮.	গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রস্থলের দিকে মুসলিম বাহিনীর অগ্রগমন	২৫৫
১৭৯.	নেতৃত্বের কেন্দ্র	২৫৫
১৮০.	সেনা বিন্যাস ও রাত্রিযাপন	২৫৬
১৮১.	যুদ্ধ ক্ষেত্রে মক্কা সৈন্যদের আগমন এবং তাদের পারস্পরিক মতানৈক্য	২৫৬
১৮২.	বদর যুদ্ধের মানচিত্র	২৫৮
১৮৩.	মুশরিক ও মুসলিম বাহিনী পরস্পর মুখোমুখী	২৫৯
১৮৪.	শেষ মুহূর্ত ও যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন	২৬০
১৮৫.	যুদ্ধের সূত্রপাত	২৬০
১৮৬.	সাধারণ আক্রমণ	২৬১
১৮৭.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আকুল প্রার্থনা	২৬১
১৮৮.	ফেরেশ্‌তাদের অবতরণ	২৬২
১৮৯.	পাল্টা আক্রমণ	২৬২
১৯০.	ময়দান হতে ইবলীসের পলায়ন	২৬৪
১৯১.	সাংঘাতিক পরাজয়	২৬৪
১৯২.	আবূ জাহলের হঠকারিতা	২৬৪
১৯৩.	আবূ জাহলের হত্যা	২৬৫
১৯৪.	ঈমানের উজ্জ্বলতায় গৌরবোজ্জ্বল চিত্রাবলী	২৬৭
১৯৫.	উভয় দলের নিহত ব্যক্তিবর্গ	২৭০
১৯৬.	মক্কায় পরাজয়ের খবর	২৭০
১৯৭.	মদীনায় বিজয়ের শুভ সংবাদ	২৭২
১৯৮.	মুসলিম সেনাবাহিনী মদীনার পথে	২৭৩
১৯৯.	অভ্যর্থনাকারী প্রতিনিধিদল	২৭৪
২০০.	বন্দীদের সম্বন্ধে পরামর্শ	২৭৪
২০১.	এ যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের পর্যালোচনা	২৭৬
২০২.	বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী	২৭৭
২০৩.	বদর যুদ্ধের পরে সামরিক তৎপরতা	২৭৮
২০৪.	কুদর নামক স্থানে বনু সুলাইমের যুদ্ধ	২৭৯
২০৫.	নাবী কারীম (ﷺ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র	২৭৯
২০৬.	গাযওয়ায়ে বনী ক্বাইনুক্বা বা ক্বাইনুক্বা' অভিযান	২৮১
২০৭.	ইহুদীদের প্রতারণার একটা নমুনা	২৮১
২০৮.	বনু ক্বাইনুক্বা'র অঙ্গীকার ভঙ্গ	২৮২
২০৯.	অবরোধ, আত্মসমর্পণ ও নির্বাসন	২৮৩

https://academy.texsam.com

২১০.	গাযওয়ায়ে সাভীক বা ছাতুর যুদ্ধ	২৮৪
২১১.	গাযওয়ায়ে যূ আম্‌র	২৮৫
২১২.	কা'ব ইবনু আশরাফের হত্যা	২৮৫
২১৩.	গাযওয়ায়ে বুহরান	২৮৮
২১৪.	সারিয়্যাতু যায়দ ইবনু হারিসাহ	২৮৯
২১৫.	উহুদ যুদ্ধ	২৯১
২১৬.	প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের জন্যে কুরাইশদের প্রস্তুতি	২৯১
২১৭.	কুরাইশ সৈন্যবাহিনীর যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম এবং কামান	২৯২
২১৮.	মক্কা বাহিনীর যুদ্ধ যাত্রা	২৯২
২১৯.	মদীনায় সংবাদ	২৯২
২২০.	আকস্মিক যুদ্ধাবস্থা মোকাবালায় প্রস্তুতি	২৯২
২২১.	মদীনার প্রান্তদেশে মক্কা সেনা বাহিনী	২৯৩
২২২.	মদীনার প্রতিরক্ষা হেতু পরামর্শ সভার বৈঠক	২৯৩
২২৩.	ইসলামী সেনাবাহিনীর বিন্যাস এবং যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে যাত্রা	২৯৪
২২৪.	সৈন্য পর্যবেক্ষণ	২৯৫
২২৫.	উহুদ ও মদীনার মধ্যস্থলে রাত্রিযাপন	২৯৫
২২৬.	আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সঙ্গীদের শঠতা	২৯৬
২২৭.	উহুদ প্রান্তে অবশিষ্ট ইসলামী বাহিনী	২৯৭
২২৮.	প্রতিরোধ ব্যবস্থা	২৯৭
২২৯.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সেনা বাহিনীর মধ্যে বীরত্বের প্রেরণাদান	২৯৮
২৩০.	মক্কা বাহিনীর বিন্যাস	২৯৯
২৩১.	কুরাইশদের রাজনৈতিক চাল	২৯৯
২৩২.	যুদ্ধোন্মাদনা ও উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যে কুরাইশ মহিলাদের কর্ম তৎপরতা	৩০০
২৩৩.	যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন	৩০১
২৩৪.	যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল এবং পতাকা বাহকদের প্রাণনাশ	৩০১
২৩৫.	অবশিষ্ট অন্যান্য অংশসমূহে যুদ্ধের অবস্থা	৩০২
২৩৬.	আল্লাহর সিংহ হামযাহ (رضي الله عنه)-এর শাহাদত	৩০৩
২৩৭.	মুসলিমগণের উচ্চে অবস্থান	৩০৪
২৩৮.	পত্নীর বক্ষ ছেড়ে তরবারীর ধারের উপর	৩০৪
২৩৯.	তীরন্দাজদের কার্যকলাপ	৩০৪
২৪০.	মুশরিকদের পরাজয়	৩০৪
২৪১.	তীরন্দাজদের ভয়ানক ভুল	৩০৫

This ebook contain Interactive Link. Interactive link means CONTENTS pages are linked with their appropriate pages, and vise-versa. So, when you click on a topic from the CONTENTS page, it will automatically direct you to the relevant page.

২৫৩.	উবাই ইবনু খালাফের হত্যা	৩১৭
২৫৪.	ত্বালহাহ (رضي الله عنه) নাবী (ﷺ)-কে উঠিয়ে নেন	৩১৭
২৫৫.	মুশরিকদের শেষ আক্রমণ	৩১৭
২৫৬.	শহীদগণের মুসলা (অর্থাৎ নাক, কান ইত্যাদি কর্তন)	৩১৮
২৫৭.	শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করার জন্য মুসলিমগণের তৎপরতা	৩১৮
২৫৮.	ঘাঁটীতে স্থিতিশীলতার পর	৩১৯
২৫৯.	আবূ সুফ্ইয়ানের আনন্দ ও 'উমার (رضي الله عنه)-এর সাথে কথোপকথন	৩২০
২৬০.	বদরে আরেকবার যুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা	৩২০
২৬১.	মুশরিকদের প্রত্যাগমণের সত্যাসত্য যাচাই	৩২১
২৬২.	শহীদ ও আহতদের অনুসন্ধান	৩২১
২৬৩.	শহীদগণকে একত্রিতকরণ ও দাফন	৩২২
২৬৪.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মহামহিমান্বিত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করেন এবং তাঁর নিকট দুআ করেন	৩২৪
২৬৫.	মদীনায় প্রত্যাবর্তন এবং প্রেম-প্রীতি ও আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের অসাধারণ ঘটনাবলী	৩২৫
২৬৬.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায়	৩২৬
২৬৭.	শহীদ ও কাফির হত্যা সংখ্যা	৩২৬
২৬৮.	মদীনায় উদ্বেগপূর্ণ অবস্থা	৩২৬
২৬৯.	হামরাউল আসাদ অভিযান	৩২৬
২৭০.	এ যুদ্ধের উপর কুরআনের ব্যাখ্যা	৩৩০
২৭১.	এ যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার সক্রিয় উদ্দেশ্য ও রহস্য	৩৩১
২৭২.	উহুদ ও আহযাব যুদ্ধের মধ্যবর্তী সারিয়্যাহ ও অভিযানসমূহ	৩৩২
২৭৩.	আবূ সালামাহর অভিযান	৩৩২
২৭৪.	আবূ আব্দুল্লাহ বিন উনাইস (رضي الله عنه)-এর অভিযান	৩৩৩
২৭৫.	রাযী'র ঘটনা	৩৩৩
২৭৬.	বী'রে মা'উনার মর্মান্তিক ঘটনা	৩৩৫
২৭৭.	বনু নাযীর যুদ্ধ	৩৩৭
২৭৮.	নাজ্দ যুদ্ধ	৩৪১
২৭৯.	দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ	৩৪২
২৮০.	গাযওয়ায়ে দূমাতুল জান্দাল	৩৪৩
২৮১.	গাযওয়ায়ে আহযাব (খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ)	৩৪৫
২৮২.	বনু কুরাইযাহর যুদ্ধ	৩৫৭
২৮৩.	আহযাব যুদ্ধের মানচিত্র	৩৬৩
২৮৪.	এ (আহযাব ও কুরাইযাহ) যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাবলী	৩৬৪
২৮৫.	সাল্লাম বিন আবিল হুক্বাইক্বের হত্যা	৩৬৪
২৮৬.	মুহাম্মদ বিন মাস্লামাহ'র অভিযান	৩৬৬
২৮৭.	বনু লাহ্ইয়ান যুদ্ধ	৩৬৭
২৮৮.	অব্যাহত সারিয়্যা ও অভিযানসমূহ	৩৬৮
২৮৯.	গামরের অভিযান	৩৬৮
২৯০.	যুলক্বাস্সার প্রথম অভিযান	৩৬৮
২৯১.	যুলক্বাস্সার দ্বিতীয় অভিযান	৩৬৮
২৯২.	জামূম অভিযান	৩৬৮
২৯৩.	'ঈস অভিযান	৩৬৮
২৯৪.	ত্বারিফ অথবা ত্বারিক্ব অভিযান	৩৬৯
২৯৫.	ওয়াদিল কুরা অভিযান	৩৬৯

https://academy.texsam.com

২৯৬.	খাবাত্ব অভিযান	৩৭০
২৯৭.	বনু মুসত্বালাক্ব যুদ্ধ বা গাযওয়ায়ে মুরাইসী'	৩৭১
২৯৮.	বনু মুসত্বালাক্ব যুদ্ধের পূর্বে মুনাফিক্বদের রীতিনীতি	৩৭২
২৯৯.	বনু মুসত্বালাক্ব যুদ্ধে মুনাফিক্বদের কার্যকলাপ	৩৭৬
৩০০.	মদীনা হতে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের বহিষ্কার প্রসঙ্গ	৩৭৬
৩০১.	মিথ্যা অপবাদের ঘটনা	৩৭৯
৩০২.	গাযওয়ায়ে মুরাইসী'র পরের সামরিক অভিযানসমূহ	৩৮৩
৩০৩.	দিয়ার বনু কালব অভিযান দূমাতুল জানদাল ক্ষেত্রে	৩৮৩
৩০৪.	ফাদাক অঞ্চলে দিয়ারে বনু সা'দ অভিযান	৩৮৩
৩০৫.	ওয়াদিল কুরা অভিযান	৩৮৩
৩০৬.	'উরায়নিয়্যীন অভিযান	৩৮৪
৩০৭.	হুদায়বিয়াহর 'উমরাহ	৩৮৬
৩০৮.	হুদায়বিয়াহর 'উমরাহ-এর কারণ	৩৮৬
৩০৯.	মুসলিমগণের (মক্কা) গমনের ঘোষণা	৩৮৬
৩১০.	মক্কা অভিমুখে মুসলিমগণের অগ্রযাত্রা	৩৮৬
৩১১.	আল্লাহর ঘর হতে মুসলিমগণকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা	৩৮৭
৩১২.	রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়ানোর প্রচেষ্টায় পথ পরিবর্তন	৩৮৭
৩১৩.	বুদাইল বিন অরক্বার মধ্যস্থতা	৩৮৮
৩১৪.	কুরাইশদের দূত	৩৮৯
৩১৫.	'উসমানের দৌতকার্য	৩৯১
৩১৬.	'উসমান (ﷺ)-এর শাহাদতের গুজব এবং রিযওয়ান প্রতিজ্ঞা	৩৯১
৩১৭.	সন্ধিচুক্তি এবং চুক্তির দফাসমূহ	৩৯২
৩১৮.	আবূ জান্দালের প্রত্যাবর্তন	৩৯৩
৩১৯.	'উমরাহ হতে হালাল হওয়ার জন্য কুরবানী এবং মাথার চুল মুণ্ডণ	৩৯৪
৩২০.	হিজরতকারিণী মহিলাগণকে ফেরত প্রদানে অস্বীকৃতি	৩৯৪
৩২১.	এ সন্ধির দফাসমূহের সার সংক্ষেপ	৩৯৫
৩২২.	মুসলিমগণের বিষণ্ণতা ও 'উমার (ﷺ)-এর বিতর্ক	৩৯৮
৩২৩.	দুর্বল মুসলিমগণের সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গ	৩৯৯
৩২৪.	কুরাইশ ভ্রাতৃবৃন্দের ইসলাম গ্রহণ	৪০০
৩২৫.	দ্বিতীয় অধ্যায়, নবতর পরিবর্তন ধারা	৪০১
৩২৬.	বাদশাহ ও সমাজপতিগণের নিকট পত্র প্রেরণ	৪০১
৩২৭.	হাবশার সম্রাট নাজাশীর নামে পত্র	৪০২
৩২৮.	মিশরের সম্রাট মুক্বাওক্বিসের নামে পত্র	৪০৫
৩২৯.	পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট পত্র	৪০৭
৩৩০.	রোমের সম্রাট ক্বায়সারের নামে পত্র	৪০৮
৩৩১.	মুনযির বিন সাভীর নামে পত্র	৪১১
৩৩২.	ইয়ামামা প্রধান হাওয়া বিন 'আলীর নিকট পত্র	৪১২
৩৩৩.	দামিশক্বের গভর্ণর হারিস বিন আবী শামির গাস্সানীর নামে পত্র	৪১৩
৩৩৪.	আম্মানের সম্রাটের নামে পত্র	৪১৪
৩৩৫.	হুদাইবিয়ার পরে সৈনিক প্রস্তুতি	৪১৮
৩৩৬.	গা-বা যুদ্ধ অথবা যূ ক্বারাদ যুদ্ধ	৪১৮
৩৩৭.	খায়বার ও ওয়াদিল কুরা যুদ্ধ	৪২০
৩৩৮.	যুদ্ধের কারণ	৪২০

৩৩৯.	খায়বার অভিমুখে যাত্রা	৪২০
৩৪০.	ইসলামী সৈন্যের সংখ্যা	৪২১
৩৪১.	ইহুদীদের জন্য মুনাফিক্বদের ব্যস্ততা	৪২১
৩৪২.	খায়বারের পথে	৪২২
৩৪৩.	পথিমধ্যস্থ ঘটনাবলী	৪২২
৩৪৪.	খায়বার অঞ্চলে ইসলামী সৈন্যদল	৪২৪
৩৪৫.	খায়বারের দুর্গসমূহ	৪২৪
৩৪৬.	মুসলিম সেনা শিবির	৪২৪
৩৪৭.	যুদ্ধ প্রস্তুতি এবং খায়বার বিজয়ের সুসংবাদ	৪২৫
৩৪৮.	যুদ্ধের শুরু এবং নায়িম দূর্গ বিজয়	৪২৫
৩৪৯.	সা'ব বিন মু'আয দূর্গ বিজয়	৪২৭
৩৫০.	যুবাইর দূর্গ বিজয়	৪২৮
৩৫১.	উবাই দূর্গ বিজয়	৪২৮
৩৫২.	নিযার দূর্গ বিজয়	৪২৮
৩৫৩.	খায়বারের দ্বিতীয়ার্ধের বিজয়	৪২৯
৩৫৪.	সন্ধির কথাবার্তা	৪২৯
৩৫৫.	আবুল হুক্বাইক্বের দু' ছেলের ওয়াদা ভঙ্গ এবং তাদের হত্যা	৪২৯
৩৫৬.	গণীমতের মাল বন্টন	৪৩০
৩৫৭.	জা'ফার বিন আবূ ত্বালিব এবং আশ'আরী সাহাবাদের আগমন	৪৩১
৩৫৮.	সাফিয়্যার সঙ্গে বিবাহ	৪৩২
৩৫৯.	বিষাক্ত বকরির ঘটনা	৪৩২
৩৬০.	খায়বার যুদ্ধে দু'দলের প্রাণহানি	৪৩৩
৩৬১.	ফাদাক	৪৩৩
৩৬২.	ওয়াদিল কুরা	৪৩৩
৩৬৩.	তাইমা	৪৩৪
৩৬৪.	মদীনা প্রত্যাবর্তন	৪৩৫
৩৬৫.	সারিয়্যায়ে আবান বিন সা'ঈদ	৪৩৫
৩৬৬.	৭ম হিজরীর অবশিষ্ট সারিয়্যা ও যুদ্ধসমূহ	৪৩৬
৩৬৭.	যাতুর রিক্বা' যুদ্ধ	৪৩৬
৩৬৮.	সপ্তম হিজরীর কয়েকটি অভিযান	৪৩৮
৩৬৯.	কুদাইদ অভিযান	৪৩৮
৩৭০.	হিস্‌মা অভিযান	৪৩৯
৩৭১.	তুরাবাহ অভিযান	৪৩৯
৩৭২.	ফাদাক অঞ্চল অভিমুখে অভিযান	৪৩৯
৩৭৩.	মাইফা'আহ অভিযান	৪৩৯
৩৭৪.	খায়বার অভিযান	৪৩৯
৩৭৫.	ইয়ামান ও জাবার অভিযান	৪৩৯
৩৭৬.	গা-বা অভিযান	৪৪০
৩৭৭.	ক্বাযা 'উমরাহ	৪৪১
৩৭৮.	ইবনে আবুল ''আওজা' অভিযান	৪৪৩
৩৭৯.	গালিব বিন আব্দুল্লাহর অভিযান	৪৪৩
৩৮০.	যাত-ই-আত্বলাহ অভিযান	৪৪৩
৩৮১.	যাত-ই-ইরক্ অভিযান	৪৪৪

https://academy.texsam.com

৩৮২.	মুতাহ যুদ্ধ	৪৪৫
৩৮৩.	যুদ্ধের কারণ	৪৪৫
৩৮৪.	সৈন্য পরিচালকগণ এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অসিয়ত	৪৪৫
৩৮৫.	ইসলামী সৈন্যদলের যাত্রা ও আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহার ক্রন্দন	৪৪৬
৩৮৬.	ইসলামী সৈন্যদলের আগমণ এবং হঠাৎ ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন	৪৪৬
৩৮৭.	মা'আন নামক স্থানে পরামর্শ বৈঠক	৪৪৬
৩৮৮.	শত্রুদের উপর ইসলামী সৈন্যদলের আক্রমণ	৪৪৭
৩৮৯.	যুদ্ধারম্ভ এবং সেনাপতিগণের পর পর শাহাদত বরণ	৪৪৭
৩৯০.	ঝাণ্ডা, আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্য হতে এক তলোয়ার হাতে	৪৪৮
৩৯১.	যুদ্ধের পরিসমাপ্তি	৪৪৯
৩৯২.	উভয় পক্ষের নিহত সৈন্য সংখ্যা	৪৫০
৩৯৩.	এ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া	৪৫০
৩৯৪.	যাতুস সালাসিল অভিযান	৪৫০
৩৯৫.	খাযিরাহ অভিযান	৪৫১
৩৯৬.	মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ	৪৫২
৩৯৭.	যুদ্ধের কারণ	৪৫২
৩৯৮.	নুতনভাবে চুক্তির জন্য আবূ সুফ্ইয়ানের আগমন	৪৫৩
৩৯৯.	সঙ্গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতি	৪৫৫
৪০০.	ইসলামী সেনাবাহিনী মক্কার পথে	৪৫৭
৪০১.	মাররুয্ যাহরান নামক স্থানে ইসলামী সৈন্যদের শিবির স্থাপন	৪৫৮
৪০২.	আবূ সুফ্ইয়ান নাবী কারীম (ﷺ)-এর দরবারে	৪৫৮
৪০৩.	ইসলামী সৈন্য মাররুয্ যাহরান হতে মক্কার দিকে	৪৬০
৪০৪.	আকস্মিকভাবে ইসলামী সৈন্য কুরাইশদের মাথার উপর	৪৬১
৪০৫.	যু-তুওয়া স্থানে ইসলামী সৈন্য	৪৬২
৪০৬.	মক্কায় ইসলামী সৈন্যের প্রবেশ	৪৬২
৪০৭.	মাসজিদুল হারামে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর প্রবেশ ও মূর্তি অপসারণ	৪৬৩
৪০৮.	কা'বাহ ঘরের ভিতরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সালাত আদায় এবং কুরাইশদের নিকট ভাষণ প্রদান	৪৬৪
৪০৯.	অদ্য কারো কোন নিন্দা নেই	৪৬৫
৪১০.	কা'বাহ ঘরের চাবি যার অধিকার তাকেই দেয়া হল	৪৬৫
৪১১.	কা'বাহর ছাদে বিলালের আযান	৪৬৫
৪১২.	বিজয়োত্তর শোকরানা সালাত	৪৬৬
৪১৩.	বড় বড় পাপীদের রক্ত অনর্থক সাব্যস্ত করা হল	৪৬৬
৪১৪.	সাফওয়ান বিন উমাইয়া এবং ফুযালাহ বিন 'উমাইরের ইসলাম গ্রহণ	৪৬৭
৪১৫.	বিজয়ের দ্বিতীয় দিবসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ভাষণ	৪৬৭
৪১৬.	আনসারদের সন্দেহপরায়ণতা	৪৬৮
৪১৭.	আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ	৪৬৯
৪১৮.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মক্কায় অবস্থান এবং কর্ম	৪৭০
৪১৯.	বিভিন্ন অভিযান ও প্রতিনিধি প্রেরণ	৪৭০
৪২০.	তৃতীয় স্তর	৪৭৩
৪২১.	হুনাইন যুদ্ধ	৪৭৪
৪২২.	শত্রুদের যাত্রা এবং আওতাস নামক স্থানে শিবির স্থাপন	৪৭৪
৪২৩.	সমর বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক সেনাপতির ত্রুটি বর্ণনা	৪৭৪
৪২৪.	শত্রু পক্ষের গোয়েন্দা	৪৭৫

https://academy.texsam.com

৪২৫.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর গোয়েন্দা	৪৭৫
৪২৬.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মক্কা হতে হুনাইনের পথে	৪৭৫
৪২৭.	ইসলামী সৈন্যদের উপর হঠাৎ তীর নিক্ষেপ	৪৭৬
৪২৮.	মুসলিমগণের প্রত্যাবর্তন ও অভিযানের জন্য জেগে ওঠা	৪৭৭
৪২৯.	শত্রুদের শোচনীয় পরাজয়	৪৭৭
৪৩০.	পশ্চাদ্ধাবন	৪৭৮
৪৩১.	গণীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ	৪৭৮
৪৩২.	ত্বায়িফ যুদ্ধ	৪৭৮
৪৩৩.	জি'রানা নামক স্থানে গণীমত বন্টন	৪৮০
৪৩৪.	আনসারদের বিমর্ষতা ও দুর্ভাবনা	৪৮১
৪৩৫.	হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধির আগমন	৪৮৩
৪৩৬.	'উমরাহ পালন ও মদীনায় প্রত্যাবর্তন	৪৮৪
৪৩৭.	মক্কা বিজয়ের পর ছোটখাট অভিযান এবং কর্মচারীগণের যাত্রা	৪৮৫
৪৩৮.	যাকাত আদায়কারীবৃন্দ	৪৮৫
৪৩৯.	অভিযানসমূহ	৪৮৬
৪৪০.	'উয়ায়না বিন হিসন ফাযারীর অভিযান	৪৮৬
৪৪১.	কুত্বাহ বিন 'আমিরের অভিযান	৪৮৬
৪৪২.	যাহ্হাক বিন সুফ্ইয়ান কিলাবীর অভিযান	৪৮৭
৪৪৩.	'আলক্বামাহ বিন মুজাযযির মুদলিজীর অভিযান	৪৮৭
৪৪৪.	'আলী বিন আবূ ত্বালিবের অভিযান	৪৮৭
৪৪৫.	তাবূক যুদ্ধ	৪৯০
৪৪৬.	যুদ্ধের কারণ	৪৯০
৪৪৭.	রোমক এবং গাস্সানীদের প্রস্তুতির সাধারণ সংবাদ	৪৯০
৪৪৮.	রুমী এবং গাস্সানীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির বিশেষ খবর	৪৯২
৪৪৯.	বিপদাপন্ন পরিস্থিতির বিবৃতি	৪৯২
৪৫০.	রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পক্ষ হতে যুদ্ধ যাত্রার সুস্পষ্ট নির্দেশ	৪৯২
৪৫১.	রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণা	৪৯৩
৪৫২.	যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য মুসলিমগণের দৌড় ঝাঁপ	৪৯৩
৪৫৩.	তাবূকের পথে ইসলামী সৈন্য	৪৯৪
৪৫৪.	ইসলামী সৈন্য তাবূকে	৪৯৬
৪৫৫.	মদীনায় প্রত্যাবর্তন	৪৯৭
৪৫৬.	যারা যুদ্ধ হতে পেছনে রয়ে গিয়েছিলেন	৪৯৮
৪৫৭.	এ যুদ্ধের প্রভাব	৫০০
৪৫৮.	এ যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল	৫০০
৪৫৯.	এ সনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী	৫০০
৪৬০.	আবূ বাক্র (রাঃ)-এর হজ্জ পালন	৫০১
৪৬১.	যুদ্ধ পরিক্রমা	৫০২
৪৬২.	আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ	৫০৪
৪৬৩.	প্রতিনিধি দলসমূহ	৫০৫
৪৬৪.	আব্দুল কায়েসের প্রতিনিধি দল	৫০৫
৪৬৫.	দাউস গোত্রের প্রতিনিধি দল	৫০৬
৪৬৬.	ফারওয়াহ বিন 'আমর জুযামীর সংবাদ বাহক	৫০৬
৪৬৭.	সুদা' প্রতিনিধি দল	৫০৬
৪৬৮.	কা'ব বিন যুহাইর বিন আবী সালমার আগমন	৫০৭
৪৬৯.	'উযরাহ প্রতিনিধি দল	৫০৯

https://academy.texsam.com

৪৭০.	বালী প্রতিনিধি দল	৫০৯
৪৭১.	সাক্বীফ প্রতিনিধি দল	৫০৯
৪৭২.	ইয়ামান সম্রাটের পত্র	৫১১
৪৭৩.	হামদান প্রতিনিধি দল	৫১২
৪৭৪.	বনু ফাযারাহর প্রতিনিধি দল	৫১২
৪৭৫.	নাজরানের প্রতিনিধি দল	৫১২
৪৭৬.	বনু হানীফার প্রতিনিধি দল	৫১৪
৪৭৭.	বনু 'আমির বিন সা'সা'আহর প্রতিনিধি দল	৫১৫
৪৭৮.	তুজাইব প্রতিনিধি দল	৫১৬
৪৭৯.	'ত্বাই' প্রতিনিধি দল	৫১৬
৪৮০.	দাওয়াতের সাফল্য ও প্রভাব	৫১৮
৪৮১.	বিদায় হজ্জ	৫২১
৪৮২.	শেষ সামরিক অভিযান	৫২৭
৪৮৩.	সর্বোচ্চ বন্ধুর দিকে ধাবমান, বিদায়ের লক্ষণসমূহ	৫২৮
৪৮৪.	অসুস্থতার সূচনা	৫২৯
৪৮৫.	শেষ সপ্তাহ	৫২৯
৪৮৬.	ওফাত প্রাপ্তির পাঁচ দিন পূর্বে	৫২৯
৪৮৭.	চার দিন পূর্বে	৫৩১
৪৮৮.	তিন দিন পূর্বে	৫৩২
৪৮৯.	একদিন অথবা দু'দিন পূর্বে	৫৩২
৪৯০.	একদিন পূর্বে	৫৩৩
৪৯১.	পবিত্র জীবনের শেষ দিন	৫৩৩
৪৯২.	অব্যাহত মৃত্যু যন্ত্রণা	৫৩৪
৪৯৩.	সীমাহীন দুঃখ-বেদনা	৫৩৫
৪৯৪.	'উমার -এর অবস্থান	৫৩৫
৪৯৫.	আবূ বাক্‌র -এর অবস্থান	৫৩৫
৪৯৬.	কাফন-দাফন	৫৩৬
৪৯৭.	নাবী ()-এর পরিবার	৫৩৮
৪৯৮.	খাদীজাহ বিনতে খুওয়াইলিদ	৫৩৮
৪৯৯.	সাওদাহ বিনতে যাম'আহ	৫৩৮
৫০০.	'আয়িশাহ সিদ্দীকা বিনতে আবূ বাক্‌র	৫৩৯
৫০১.	হাফসাহ বিনতে 'উমার বিন খাত্তাব	৫৩৯
৫০২.	যায়নাব বিনতে খুযায়মাহ	৫৩৯
৫০৩.	উম্মু সালামাহ হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়া	৫৩৯
৫০৪.	যায়নাব বিনতে জাহশ বিন রিবাব	৫৩৯
৫০৫.	জুওয়াইরিয়াহ বিনতে হারিস	৫৩৯
৫০৬.	উম্মু হাবীবাহ রামলাহ বিনতে আবূ সুফ্‌ইয়ান	৫৪০
৫০৭.	সাফিয়্যাহ বিনতে হুওয়াই বিন আখতাব	৫৪০
৫০৮.	মায়মুনাহ বিনতে হারিস	৫৪০
৫০৯.	একটি বিশেষ পর্যালোচনা	৫৪১
৫১০.	আচার-আচরণ ও গুণাবলী	৫৪৭
৫১১.	দেহ সৌষ্ঠব	৫৪৭
৫১২.	আত্মার পূর্ণত্ব ও আচার-আচরণের আভিজাত্য	৫৫০
৫১৩.	পুস্তক নির্দেশিকা	৫৫৭

https://academy.texsam.com

প্রথম প্রকাশকের নিবেদন

শায়খ সফিউর রহমান মুবরাকপুরী (রাহি.) ১৯৭৮ সালে যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জীবনী লিখে প্রথম পুরস্কার (সে সময় আনুমানিক দেড় লক্ষ ভারতীয় টাকা) অর্জনের এক দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী হন, তখন আমি বাংলাতেই পড়াশুনা করতাম। পরে সৌভাগ্যক্রমে 'জামি'আহ সালাফিয়্যাহ' বেনারসে পড়তে যাওয়ার সুযোগ ঘটে এবং এ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বের শিষ্যত্ব অর্জন করে ধন্য (১৯৮০ হতে ১৯৮৬ পর্যন্ত) হই।

তিনি তাঁর মূল আরবী গ্রন্থটি উর্দুতে অনুবাদ করে প্রকাশ করেন ১৯৮০ সালে। এ বইয়ের বাংলা অনুবাদের জন্য তিনি সে সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের অধ্যাপক জনাব ড. মুজীবুর রহমানকে অনুমতি দান করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনাব ড. মুহাম্মদ মুজীবর রহমান সাহেব নিজ কর্মব্যস্ততার দরুন এ গুরুদায়িত্ব রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রভাষক জনাব মূয়ীনুদ্দীন আহমাদ-এর উপর অর্পণ করেন। তিনি মূল বইয়ের প্রায় ১/৩ অংশ অনুবাদ করার পর কোন এক অজ্ঞাত কারণে বন্ধ করে দেন। পরিশেষে এ অনুবাদের কাজে হাতে লাগান কামারখন্দ সিনিয়র ফাযিল মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ জনাব আব্দুল খালেক রহমানী। তিনি কৃতিত্বের সাথে এ কাজটি সমাধা করেন।

অনুবাদ শিল্প খুবই জটিল ও স্পর্শকাতর। উভয় ভাষায় পারদর্শী না হলে মূল ভাবধারা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বাংলা ভাষায় যথাযথ জ্ঞান ও যোগ্যতা না থাকলে তাতে সাহিত্য রস সৃষ্টি করা ও তার লালিত্য বজায় রাখা শুধু কঠিনই নয়, দুঃসাধ্য কাজ। সেহেতু এ অনুবাদ গ্রন্থের ভাষা সম্পাদনার গুরুভার গ্রহণ করেন পি.টি. আই রাজশাহীর প্রাক্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জনাব সাইফুদ্দীন আহমাদ। অন্যের অনুবাদের উপর নির্ভরশীল হওয়ার জন্য তিনি স্বাধীনভাবে সাহিত্যাঙ্গনে পদচারণা করতে পারেন নি। বরং তাঁকে অনেক স্থানে ভাব উদ্ধারের জন্য বহু পরিশ্রম করতে হয়েছে।

এ বইয়ের গুরুত্ব ও মূল্য যে কতটা তা পাঠক মাত্রই অনুভব করতে পারবেন ইন্‌শাআলাহ, যদি মূল বই আরম্ভ করার আগে এর ভূমিকা ও পূর্বকথাসমূহ পাঠ করেন। তবে আমাদের দেশে সহজলভ্য যত জীবন চরিত আছে তাতে বিশুদ্ধ ও সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার খুব সামান্য চেষ্টাই গ্রহণ করা হয়েছে। লেখকমণ্ডলী ভক্ত হিসেবে বিশুদ্ধ-অশুদ্ধ তথা সহীহ-যঈফ যে কোন তথ্য পেয়েছেন যাচাই না করে সেটাকেই বইয়ের পাতায় সাজিয়ে দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছেন। পরিণাম স্বরূপ আমরা পেয়েছি বুজুর্গানে দ্বীনদের নামে শির্ক ও বিদ'আতের ছড়াছড়ি। কবর পূজা, তাযিয়া পূজা, ঈদ মীলাদুন্নবীসহ অগণিত শরীয়ত বহির্ভূত কর্মকাণ্ডের রমরমা। আর এগুলোকেই আসল দ্বীন হিসেবে ধরে নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমি মাওলানা আকরাম খাঁর (রাহি.) ***'মোস্তফা চরিত'***-এর ভূমিকার অংশ বিশেষ এখানে তুলে না ধরে পারছি না।

তিনি লিখেছেন, 'ঐতিহাসিক হিসেবে (ভক্তের হিসেবে নহে) জগতের সাধু সজ্জন ও মহাপুরুষগণের জীবন ও চরিত্র আলোচনার চেষ্টা করিলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কিংবদন্তি সংকলক ঐতিহাসিক এবং অন্ধ ভক্ত লেখকগণের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত জীবন ও জীবনের আদর্শাস্থানীয় আসল বিষয়গুলো হয়ত একেবারে ঢেকে গেছে। অথবা এমন পর্বত পরিমাণ ও অন্ধ বিশ্বাসের আবর্জনারাশির নিচে তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। যাহার উদ্ধার একেবারে অসাধ্য না হইলেও সহজসাধ্যও নহে। মানুষের দেহের মতো তাহার আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিগুলোও খুব বাবু। এ বাবুগিরির খাতিরে আমাদের জ্ঞান ও বিবেক, স্বাধীন আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা, অসত্যের পুঞ্জীকৃত ন্যাক্কারজনক আবর্জনারাশির নিম্ন হইতে সত্যের উদ্ধার সাধন করার জন্য পরিশ্রম স্বীকার করতে বড় একটা চাহে না। এই সহজ মানসিকতা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের গাড়ী-পাল্কীগুলোতে চড়িয়া পরম আনন্দে গা ভাসাইয় দিয়া শুইয়া পড়ে। ইহা মানবীয় দুর্বলতার সর্বাপেক্ষা মারাত্মক দিক। মহাপুরুষগণের জ্ঞানের গভীরতা, তাঁহাদের চরিত্রের মহিমা তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও সাধনা- এইসব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে অনেক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে হইলে, তাঁহার জীবনীকে একেবারে বাদ দিয়া গেলেও চলে না। তাই ভক্তগণ খুব সহজে উভয় কুল রক্ষা করার জন্য কিছু আজগুবি, অনৈতিহাসিক গল্প গুজব এবং কিছু অলৌকিক ও অস্বাভাবিক উপকথার আবিস্কার করেন এবং সেইগুলির মধ্য দিয়া মহাপুরুষের নামে জয়জয়কার

https://academy.texsam.com

করিয়া মনে করিয়া লন যে, তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করা হইল। ক্রমে এইসব কুসংস্কারমূলক উপকথা ও অলৌকিক কেস্‌সা কাহিনী। মহাপুরুষগণের জীবনের প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে দূরে সরাইয়া দিয়া, ইতিহাস ও পুরাণ-পুস্তকসমূহের পৃষ্ঠায় স্থায়ীভাবে অধিকার জমাইয়া বসে। কালক্রমে তাহা 'শাস্ত্র' হইয়া দাঁড়ায় এবং সেইগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সংস্কারের বিপরীত কেউ কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে শাস্ত্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও কাফের বলিয়া নির্ধারণ করা হয়। যুক্তির দিক দিয়া কোন কথা বলিয়া উদ্ধার পাইবার আশাও এক্ষেত্রে খুবই কম। তুমি ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করিয়া, এমনকি মূল শাস্ত্রগ্রন্থের শত শত অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাও, কিন্তু 'ভক্তের' নিকট সবই বিফল। তিনি এক কথায় সকল যুক্তির উত্তর দিয়া বলিবেন- প্রাচীন মুনি ঋষি ও শাস্ত্রকারগণ 'সালাফে সালেহীন' ও 'বোজর্গানে দ্বীন'- কি এই সকল কথা বুঝিতেন না? তোমরা বাপু কি তাঁহাদের বলিয়া গিয়াছে তাহাকেই আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে হইবে, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয় পরোধর্ম ভয়াবহ'। এইটিই হইতেছে মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের শোচনীয়তম অধঃপতন।'

শায়খ সফিউর রহমান মুবারাকপুরী হাফিযাহুল্লাহ এ বইয়ে বাস্তব ইতিহাসকেই তুলে ধরেছেন। আশাকরি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল জ্ঞানপিপাসু পাঠক তথা গবেষকদের জন্য এটা প্রামান্য বই হিসেবে গণ্য হবে।

শায়খ এ বইয়ের নামকরণ করেছেন কুরআন মাজীদের আয়াত, *'ইয়ুসকওনা মির রাহীকিম মাখতুম'* (সূরাহ তাওফীক) থেকে। জান্নাতের মোহারাংরকিত সুধা যা পান করে জান্নাতিরা এক অভাবনীয় আনন্দ ও তৃপ্তি উপভোগ করবেন। আলাহ্‌র রাসূলের (ﷺ) জীবনীটাকে স্বর্গের সেই নির্ভেজাল সুধার সঙ্গে তুলনা ক'রে একই নামকরণ করার মাধ্যমে যেন তিনি বলতে চেয়েছেন, কেউ যদি তাঁর জীবন চরিত্রকে অনুশীলন করে ও মেনে চলে তাহলে সে অনুরূপ তৃপ্ত ও অনন্দিত হবে।

বইটিকে অনুবাদ করা ও ছাপানোর যাবতীয় খরচ বহন করেছেন শায়খ মুবারাকপুরী নিজেই। আমি তাঁর একেবারে নিকটের ছাত্র হিসেবে বইটিকে প্রকাশ করার দায়িত্ব বহন করেছি মাত্র। সুতরাং এর 'কপিরাইট' শায়খের নিজেরই। ভারত কিংবা বাংলাদেশের যে কেউ বিনা অনুমতিতে অংশবিশেষও যদি ছাপেন তাহলে তিনি আইনত দণ্ডিত হবেন।

পরিশেষে, আমরা যে সকল ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের নিকটে আমরা ঋণী। বিশেষ করে, আব্বা ইসমাঈল শামশীর (হাফিযাহুল্লাহ) সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিকে মূল বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। ভাই শামসুযযোহা নূরপুরী প্রথম প্রুফ রিডিং করে আমার শ্রম কিছুটা লাঘব করেছেন।

এ বই ছাপাতে গিয়ে পাগলের মতো মুর্শিদাবাদ হতে কলকাতা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে। যদি না কম্পোজিটর শ্রীজয়ন্ত সরকারের নিরলস তৎপরতা ও সহযোগিতা পেতাম তাহলে হয়ত আরও কিছুকাল বই প্রকাশে দেরী হতো।

বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলে অনুবাদকদ্বয়, সম্পাদক মহাশয় ও প্রকাশকসহ সংশিষ্ট ব্যক্তিসমূহের শ্রম সার্থক হবে। শিক্ষিত মহলের নিকট হতে যে কোন প্রকার মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও বিভিন্ন শব্দের বানানে ভুল থাকার সম্ভাবনা মানবিক কারণে থাকতেই পারে। আশাকরি সংশোধন করে পড়ে নিবেন। তাছাড়া প্রথম খণ্ডে অনিচ্ছাকৃত যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যাওয়ার কারণে আমরা দুঃখিত। পরবর্তী সংস্করণের জন্য পাঠক মহলের যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমাদের সকলের শ্রমকে পরকালের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করেন। আমীন!!

বিনীত,

আব্দুল্লাহ বিন ইসমাঈল সালাফী

হলদী, সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ

তাং ১৩/৭/৯৫ ঈসায়ী

https://academy.texsam.com

প্রকাশকের ভূমিকা (বাংলাদেশ সংস্করণ)

আল-হামদু লিল্লাহ। আল্লাহর ফযল ও করমে বিশ্বখ্যাত জীবনী গ্রন্থ আর রাহীকুল মাখতূমের বাংলা সংস্করণটি বাংলাদেশে প্রকাশিত হলো। যদিও এ বইটির বাংলা ভাষার সংস্করণটি লেখক নিজের তত্ত্বাবধানেই বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন এবং এর কপি রাইটও তাঁরই ছিল।

অতীব দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে কতিপয় পুস্তক ব্যবসায়ী কপিরাইট আইন লংঘন করে এবং সরাসরি আরবী থেকে অনুবাদ না করে ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে লেখকের বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশে বইটি প্রকাশ করেন। মূল লেখক তাঁর জীবদ্দশায় দুঃখ করে বলেছিলেন, শুনেছি, বাংলাদেশে আমার বইটি দেদারসে বিক্রী হচ্ছে অথচ আমার নিকট একটি সৌজন্য সংখ্যাও পাঠানো হয়নি কিংবা অনুমতিও নেয়া হয়নি। অনুবাদক বইটির মধ্যে কিছু আক্বীদা বিরোধী কথাও লিখেছেন এবং অনুবাদ সংক্ষেপ করে বইটির সৌন্দর্য বিনষ্ট করেছেন, তেমনি একে করেছেন কলুষিত, যদিও ১৯৯৫ সালে মুদ্রিত বইয়ে এ ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বিধিনিষেধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছিল।

আমরা **আর রাহীকুল মাখতূম**-এর বাংলা সংস্করণটি বাংলাদেশে প্রকাশের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়ে প্রকাশ করলাম। আশাকরি যাঁরা অনৈতিকভাবে বইটি অনুমতি ব্যতীত অনুবাদ ও প্রকাশ করে বাজারজাত করেছেন তারা এ অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে হালাল রুজি খাওয়ার তাওফীক দান করুন। পাঠক সমাজের প্রতিও বিশেষ অনুরোধ থাকল মূল লেখকের হক্ক বিনষ্টকারী এ সকল প্রকাশকের প্রকাশিত **আর রাহীকুল মাখতূম**-এর অবৈধ পাইরেটেড কপি না কেনার জন্য।

আর-রাহীকুল মাখতূম-এর নতুন করে বাংলা অনুবাদ যেমন অনৈতিক ও অবৈধ, তেমনি বাংলাদেশে বাংলা সংস্করণ ছাড়াও যে কোন ভাষার সংস্করণ প্রকাশ করা অবৈধ বলেই বিবেচিত হবে।

প্রথম প্রকাশিত বাংলা সংস্করণের সঙ্গে মূল লেখক কর্তৃক ১৯৯৪ সালের সর্বশেষ আরবী সংস্করণের আলোকে কিছু কিছু স্থানে পরিবর্ধন করা হয়েছে। যার কিছুটা অত্র সংস্করণে সংযোজন করা হলো। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এর সর্বশেষ সংস্করণ পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করে প্রকাশ করা হবে।

সময় স্বল্পতার কারণে মুদ্রণগত ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আপনাদের সহযোগিতা ও পরামর্শে পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া হবে। আল্লাহ তুমি আমাদের এ কর্মটিকে নাজাতের অসীলা বানিয়ে দাও। আমীন !

বিনীত

প্রকাশক

https://academy.texsam.com

এ গ্রন্থ

আল্লাহ তা'আলার (হাম্দ) প্রশংসা, নাবী (ﷺ) ও তাঁর আত্মীয়, সহচর ও আনুসারীদের প্রতি সলাত ও সালাম (শান্তি) কামনার পর রবিউল আওয়াল ১৩৯৬ হিজরী মুতাবেক মার্চ ১৯৭৬ ইং সনের কথা। বিশ্ব ইসলামী সংস্থার প্রথম সিরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় করাচীতে। এ সম্মেলনে বিশ্ব ইসলামী সংস্থা, মক্কা মুকাররমার ভূমিকা ছিল বেশ অগ্রণী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাপনী লগ্নে এ সম্মেলন বিশ্বের সকল গ্রন্থ রচিয়তাগণকে এ বলে আহ্বান জানান যে, কোন গ্রন্থ রচয়িতা বিশ্বনাবী (ﷺ)'র জীবন চরিত বিষয়ে যে কোন ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে 'প্রথম' 'দ্বিতীয়' 'তৃতীয়' 'চতুর্থ' কিংবা পঞ্চম স্থান অধিকার করলে তাঁকে উল্লেখিত ক্রমানুসারে পঞ্চাশ, চল্লিশ, ত্রিশ, বিশ ও দশহাজার সউদী রিয়াল দ্বারা পুরস্কৃত করা হবে।

রাবেতার নিজস্ব মুখপত্র *'আখবার আল আলমে ইসলামীর"* কয়েক সংখ্যায় এ বিজ্ঞপ্তি একাধারে প্রচারিত হয়, কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার হচ্ছে, এ বিজ্ঞপ্তির বক্তব্য বা বিষয়বস্তু সময়মতো অবহিত হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

কিছুদিন পর যখন আমি আমার কর্মস্থল থেকে বাড়ি মুবারকপুরে যাই, তখন আমার ফুপাতো ভাই এবং শ্রদ্ধেয় মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী সাহেব (শাইখুল হাদীস মাওলানা উবায়দুল্লাহ রহমানীর পুত্র) বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। শুধু তাই নয়, আমি যাতে এ প্রতিযোগিতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি সে ব্যাপারেও উৎসাহ-অনুপ্রেরণা এবং খুব দ্রুত আমাকে তাগিদ দিতে থাকেন তিনি। কিন্তু যেহেতু আমার বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতা সম্পর্কে আমি সদাসতর্ক তাই সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও মহানাবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মহাজীবন চরিত রচনার মতো এত গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিতে প্রথমে আমি সাহসই করি নি। প্রকৃতপক্ষে আমার জ্ঞানের স্বল্পতা ও অনভিজ্ঞতার কারণেই এ ব্যাপারে আপত্তি তুলেছিলাম। কিন্তু শ্রদ্ধেয় মাওলানা সাহেব তাঁর প্রস্তাবে অটল, অনড় রইলেন। বারবার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি এ বলে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে চললেন যে, 'আমার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তুমি এ গ্রন্থটি রচনা করে মোটা অংকের পুরস্কার লাভ করবে। বরং আমি এটাই চাচ্ছি যে, এ সুযোগে বিশ্ব মু'মিনের একান্ত আকাঙ্ক্ষিত একটি অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে যাবে।' তাঁর এ উপর্যুপরি তাগাদা উপেক্ষা করা আমার পক্ষে একদিকে যেমন ছিল অত্যন্ত মুশকিল ব্যাপার, তেমনি অন্যদিকে তার চেয়েও দুরূহ ব্যাপার ছিল মহানাবীর (ﷺ) মহাজীবন চরিত রচনার মতো এক মহামহিম কাজ হাতে নেয়া। কাজেই সবকিছু ভেবেচিন্তে এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয় বলে মনে করলাম। কিন্তু প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্তেই স্থির রইলাম।

এমতাবস্থায় বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর *'জমঈয়তে আহলে হাদীস হিন্দ'*-এর মুখপাত্র 'পাক্ষিক তারজুমানে' রাবেতার এ বিজ্ঞাপনটি উর্দুতে প্রচারিত হয়। উর্দু ভাষায় এ বিজ্ঞপ্তির বিষয়বস্তু অবগত হয়ে, আমার মনে এক ভাবানুভূতির সৃষ্টি হয় এবং এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের এক দুর্বার বাসনা যেন ধীরে ধীরে মনের কোণে দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

'জামি'আহ সালাফিয়্যাহ'র শিক্ষার্থীগণের নিরন্তর পরামর্শ এবং প্রেরণাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। পথে, প্রান্তরে, প্রতিষ্ঠানে যখনই যেখানে তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে তখনই তারা এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আমার মনে এমন এক ধারণার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, বন্ধু-বান্ধব, ভক্ত-অনুরক্ত এবং সদিচ্ছাপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উপর্যুপরি পরামর্শ এবং প্রেরণাই যেন মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিজয় সংকেত। সুতরাং সকলের দু'আ এবং আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিত অনুগ্রহের প্রতি অবিচল আস্থা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে কাজ আরম্ভ করে দিলাম। কিন্তু কাজের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর এবং প্রকৃতি ছিল সময় ও সুযোগের প্রেক্ষাপটে মাঝে-মধ্যে এবং কখনো-কখনো।

https://academy.texsam.com

তখনো ছিলাম গ্রন্থ প্রণয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে এমতাবস্থায় রামাযানের দীর্ঘ অবকাশ যাপনের সময় এসে গেল প্রায় দোর গোড়ায়। এদিকে রাবেতা আবার ঘোষণা দিল যে, সীরাত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদের নিজ নিজ পাণ্ডুলিপি দেয়ার সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত তারিখ হল মুহার্‌রামের প্রথম দিন। সুতরাং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমার নির্ধারিত সময়ের মধ্য থেকে সাড়ে পাঁচ মাস এভাবেই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। হাতে ছিল তখন মাত্র সাড়ে তিন মাস সময়। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেই প্রয়োজন পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে ডাকযোগে তা প্রেরণ করা। এদিকে সমস্ত কাজ কর্মই ছিল অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। সত্যি কথা বলতে কি, আমি তখন ভেবেই পাচ্ছিলাম না যে, এত অল্প সময়ের মধ্যে পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে দ্বিতীয়বার পঠন-পাঠন এবং সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজ কিভাবে সম্পন্ন করা যায়। এ রকম এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আমি যখন সংশয় দোলায় দোল খাচ্ছিলাম তখন ছাত্র, সহকর্মী এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের পক্ষ থেকে এমন প্রচণ্ড এক চাপ সৃষ্টি হতে থাকল যে, এ ব্যাপারে সংশয় কিংবা আলস্যের কোন অবকাশই রইল না। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে সর্বক্ষণ ও সর্বাবস্থায়ই তাঁরা আমাকে উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধ করতে থাকলেন এ উদ্দেশ্যে যে, বিমূঢ়তা কিংবা বিহ্বলতার কোন লেশ যেন আমার মনের মধ্যে ঠাঁই না পায়।

দেখতে দেখতেই মাহে রামাযানুল মুবারক এসে উপস্থিত হল দ্বারপ্রান্তে। সদ্য সমাপিত এ রমাযানুল মুবারাককে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে আগত খাস রহমত ও নি'আমত মনে করে অথৈ সাগরে ঝাঁপ দেয়ার মতোই কাগজ-কলম হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি মহানন্দিত, বিশ্ববরেণ্য মহামানবের মহা জীবন চরিত রচনারূপী মহাসাগরে। সুখ-স্বপ্নের আবেশ মধুর মুহূর্তগুলোর মতোই রমাযানুল মুবারকের দীর্ঘ ছুটি কখন যে কিভাবে শেষ হয়ে এল তা যেন আমি ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারলাম না।

ছুটি শেষে যখন কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন করলাম তখন পাণ্ডুলিপি সংকলনের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সময়ের স্বল্পতার কারণে সংকলিত বিষয়াদির পুনঃপঠন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দেয়া আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। কাজেই উপায়ান্তর না দেখে প্রতিযোগিতার উপযোগী সুদর্শন, পরিপাটি ও পরিচ্ছন্নভাবে তাঁরা যাতে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি করে দেন সে ব্যাপারে আমার সহকর্মী ও ছাত্রদের নিকটে অনুরোধ পেশ করলাম। বলাই বাহুল্য যে, এ ব্যাপারে সাগ্রহ ও সানন্দে তাঁরা আমাকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করেন।

অবশিষ্টাংশ প্রস্তুতির ব্যাপারেও অনুরূপভাবে তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা আমাকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। বিশেষ করে রমাযানুল মুবারাকের ছুটির পর প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পুরোপুরি শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে হাতে ততটা সময় ছিল না যতটা প্রয়োজন ছিল। সময়ের অপ্রতুলতার কারণেই শেষের দিকে রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে আমাকে একটানা কঠোর পরিশ্রমের শিকার হতে হয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে আমার গভীর পরিতৃপ্তি ও আনন্দের ব্যাপার হল, আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম অনুগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উৎসাহ অনুপ্রেরণা এবং সাহায্য-সহযোগিতার ফলে মুহার্‌রম মাস আরম্ভ হওয়ার বার-তের দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ডাকযোগে প্রেরণ করতে আমি সক্ষম হলাম। এ প্রাথমিক সাফল্য আমার সংশয়গ্রস্ত ও চিন্তাযুক্ত প্রাণে এনে দিল অব্যক্ত এক আনন্দের দোলা।

মাস কয়েক পর রাবেতার পক্ষ থেকে দু'টি রেজিষ্ট্রী চিঠি আমার নামে আসে। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল রাবেতা নির্দেশিত শর্তাবলীর আলোকে আমার গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রণীত হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য আমার নামটি প্রতিযোগীদের তালিকাভুক্ত হয়েছে। বহু প্রতীক্ষিত এ সংবাদটি আমার মনে এক অকৃত্রিম আনন্দানুভূতির সৃষ্টি করে। আমার জীবনে এটা নিশ্চিতরূপে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকবে।

কালচক্রের আবর্তনে অব্যাহত থাকে সময়ের অগ্রযাত্রা এবং এভাবে অতিবাহিত হয়ে যায় প্রায় দেড়টি বছর। রাবেতা ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চুপ, নীরব। চিঠিপত্রের মাধ্যমে এ ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেও তেমন কিছুই অবহিত হওয়া সম্ভব হয় নি আমার পক্ষে। তারপর ঘটনা পরম্পরায় বিভিন্নমুখী তৎপরতা ও কাজকর্মের মধ্যে এমনভাবে জড়িয়ে পড়তে হল যে, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের কথাটি আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম।

https://academy.texsam.com

১৯৭৮ সালের ৬-৮ই জুলাই করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলন সম্পর্কিত সংবাদ অবগত হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে অদম্য আগ্রহ ও কৌতুহলের উদ্রেক হতে থাকে। তাই এ সম্মেলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি গভীর মনোনিবেশ সহকারে পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় দৃষ্টি রেখে যেতে থাকি। এমন এক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ট্রেনের বিলম্বের কারণে এক দিন আমি *'ভাদুমি'* রেলওয়ে ষ্টেশনে অপেক্ষমান ছিলাম অস্থিরচিত্তে। কিছুতেই যেন সময় কাটছিল না। তাই একটু সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে একটি পত্রিকার পাতায় দৃষ্টি বুলিয়ে যাচ্ছিলাম অতি সন্তর্পণে অথচ কিছুটা সতর্কতার সঙ্গে।

হঠাৎ ছোট্ট একটি খবরের প্রতি আকৃষ্ট হল আমার দৃষ্টি। খবরটি ছিল করাচীতে অনুষ্ঠিত এশীয় ইসলামী সম্মেলনের কোন এক বৈঠকের একটি বিশেষ ঘোষণা সংক্রান্ত। এ বৈঠকে রাবেতা আলমে ইসলামী রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন চরিত রচনা বিষয়ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পাঁচজন পুরস্কার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করেন। ঐ পাঁচজনের মধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিকও নাকি রয়েছেন। খবরটি পাঠ করার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল আমার চিত্তচাঞ্চল্য, পড়ে গেল খোঁজাখুঁজির এক অন্তহীন হিড়িক, সৃষ্টি হয়ে গেল কোলাহলময় এক অস্থিরতার। বানারাসে প্রত্যাবর্তনের পর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবগত হবার জন্য বহু চেষ্টা করেও ফললাভ সম্ভব হল না।

তারিখটা ছিল ১৯৭৮ সালের ১০ই জুলাইয়ের সকাল বেলা। সারা রাত্রি বজরডিহা (বানারস শহরের একটি মহল্লা) মুনাযারার (বিতর্ক সভার) শর্তাবলী স্থির করার পর নিশ্চিন্তে শুয়েছিলাম। হঠাৎ আমার ঘর সংলগ্ন সিঁড়ির ওপর ছাত্রদের কণ্ঠ নিঃসৃত শোরগোল কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হতেই জেগে উঠলাম। ইতোমধ্যেই আমার ঘরে ছাত্রদের রীতিমত ভিড় জমে উঠেছে। তাদের মুখমণ্ডলীতে আনন্দ ও উল্লাসের প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে ও উষ্ণ কণ্ঠে অভিনন্দন ও মোবারকবাদ উচ্চারিত হচ্ছে।

তাদের এ আকস্মিক আগমনে ও অভিনন্দন জ্ঞাপনে কিছুটা বিস্ময় বিমূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম। 'কি হয়েছে বল তো তোমাদের? মুনাযারার (বিতর্কসভার) প্রতিদ্বন্দ্বীগণ মুনাযারা করতে অস্বীকার করেছে কি?" আমি শায়িত অবস্থাতেই জিজ্ঞাসা করলাম। আনন্দ আবেগে উচ্ছসিত কণ্ঠে তারা বলল, 'জী না! তা নয়, বরং এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবন চরিত রচনা প্রতিযোগিতায় আপনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন, এ প্রেক্ষিতেই আমাদের এ আনন্দ উল্লাস এবং শোরগোল। এ আনন্দ সংবাদটি জানানোর উদ্দেশ্যেই আমরা ছুটে এলাম আপনার নিকট।'

এ শুভ সংবাদ শোনা মাত্রই আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর উদ্দেশ্যে বললাম, 'আলহামদুল্লিাহ'। তারপর তাদের জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথা থেকে কিভাবে তোমরা এ সংবাদ অবগত হলে?"

তারা বলল, 'মাওলানা ওযায়ের শামস[১] এ খোশ খবর এনেছেন।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'মওলানা ওযায়ের শামস কি এখানে এসেছেন?'

তারা উত্তরে বলল, 'জী হ্যাঁ'।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মুখমণ্ডলে হাসি-খুশির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিসহ কক্ষে প্রবেশ করলেন মাওলানা সাহেব। বিষয়টি বিস্তারিত অবগত হলাম তাঁর মুখ থেকে।

২২শে শাবান, ১৩৯৮ হিজরী সন মোতাবেক ১৯৭৮ ইং সনের ২৯ জুলাই তারিখে রাবেতার পক্ষ থেকে রেজিষ্ট্রীকৃত একট পত্রও পেলাম আমি। প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অধিকার করায় এ পত্র মারফত আমাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। একই সাথে এ আনন্দ সংবাদও দেয়া হয়েছে যে, ১৩৯৯ হিজরী সনের মুহার্‌রম মাসে পুরস্কার বিতরণের জন্যে মক্কা মুকার্‌রমার রাবেতা কার্যালয়ে এক জাঁকালো অনুষ্ঠানের

---

[১] শাইখুল হাদীস শামসুল হকের (রহঃ) পুত্র। আরবী এবং উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণেতা। জামেয়া সালাফিয়া বেনারস থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি এইচ ডিগ্রী প্রাপ্ত অনুবাদক।

https://academy.texsam.com

ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরস্কার গ্রহণের জন্য এ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অবশ্য, এ অনুষ্ঠানটি মুহার্‌রম মাসের পরিবর্তে ১২ই রবিউল আখের, ১৩৯৯ হিজরীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এতে যোগদান উপলক্ষে হারামাইন শারীফাইনে 'উমরাহ এবং যিয়ারাতের সৌভাগ্যও আমার হয়ে গেল। ১০ই রবিউল আখের বৃহস্পতিবার মক্কা মুকার্‌রামার সেই নয়নাভিরাম রাবেতা কার্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম। এখানে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় কাজকর্ম শেষে আনুমানিক ১০ ঘটিকায় কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কর্মসূচি আরম্ভ হল।

সভাপতির আসন অলংকৃত করেন সৌদী বিচার বিভাগের প্রধান শাইখ আব্দুল্লাহ বিন হুমাইদ। পুরস্কার প্রদানের জন্য উপস্থিত ছিলেন মক্কার গভর্নরের প্রতিনিধি আমীর সাউদ বিন আব্দুল মুহসিন। তিনি হচ্ছেন মালিক আব্দুল আযীযের পুত্র। কুরআন তিলাওয়াতের পর মক্কার গভর্নর সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। তারপর রাবেতার যুগ্ম সম্পাদক শাইখ 'আলী আল-মুখতার অত্যন্ত মনোজ্ঞ এবং মর্মস্পর্শী এক ভাষণ দিলেন। তিনি কিছুটা বিস্ত ারিত আকারে অত্র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও পটভূমি সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য ও পূর্বাভাস পেশ করেন। অধিকন্তু, অত্যন্ত সূক্ষ্ম মান-নিরূপণী কলা-নির্বাচনের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের ব্যাপারে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল সে সব বিষয়েও তিনি আলোকপাত করেন।

প্রসঙ্গত তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, 'রাবেতা কর্তৃক প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গ ঘোষিত হওয়ার পর প্রতিযোগীগণের নিকট থেকে রাবেতা মোট ১১৮২ টি পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন। এ সব পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সমীক্ষকগণ প্রাথমিক বিচারে ১৮৩টি পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত করেন। তারপর চূড়ান্ত পরীক্ষা, নির্বাচন ও ফলাফলের জন্য সৌদী শিক্ষামন্ত্রী শাইখ হাসান বিন আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে আট সদস্যবিশিষ্ট এক লক্ষ সমীক্ষাদল গঠিত হয়। এ আটজন সদস্যই ছিলেন মক্কা মুকার্‌রমা মালিক আবদুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আ অনুষদের (বর্তমানে জামেয়া উম্মুল কুরা) অধ্যাপক। তাঁরা সকলেই মহানাবীর (ﷺ) সীরাত শাস্ত্র ও ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। যথাক্রমে তাঁদের নাম হল :

১. ড. ইবরাহিম আলী-শউত

২. ড. মুহাম্মদ সাঈদ সিদ্দিকী

৩. ড. রহমান ফাহমী মুহাম্মদ।

৪. ড. ফকরী আহমদ উকায়

৫. ড. আহমাদ সাইয়েদ দারাজ

৬. ড. ফায়েক বাক্‌র সওয়াফ

৭. ড. শাকের মাহমুদ আব্দুল মুনায়িম

৮. ড. আবুল ফাত্তাহ মানসুর

এ পরীক্ষক দলের সদস্যগণ নির্বাচিত পাণ্ডুলিপিসমূহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণের পর যে পাঁচজন প্রতিযোগীর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেন তাঁরা হলেন :

প্রথম: 'আর রাহীকুল মাখতূম' (আরবী), রচনায় সফিউর রহমান মোবারকপুরী, শিক্ষক, জামেয়া সালাফিয়া, বেনারস, হিন্দ।

দ্বিতীয়: খাতিমুন নাবিয়্যীন (ﷺ) (ইংরেজী), রচনায় ড. মাজেদ 'আলী খাঁন।

তৃতীয়: 'পয়গাম্বরে আযম ওয়া আখের' (উর্দু), রচনায় ড. নাসীর আহমাদ নাসের, ভাইস চ্যান্সেলর, জামেয়া ইসলামিয়া ভাওয়াল পুর, পাকিস্তান।

চতুর্থ: 'মুনতাকান নকুল ফী সীরাতে আ'যামীর রাসূল' (ﷺ) (আরবী), রচনায় শাইখ হামেদ মা'হমুদ বিন মুহাম্মাদ মানসুর লিমূদ- জিজাহ, মিশর।

পঞ্চম: 'সীরাতে নাবিয়্যীল হুদা ওয়ার রাহমাহ' (আরবী), রচনায় অধ্যাপক আব্দুস সালাম হাফেজ, মদীনা মুনাওয়ারা, মামলাকাতে সউদিয়া আরাবিয়া।

https://academy.texsam.com

সহকারী সম্পাদক মুহতারাম শাইখ আলিইল মুখতার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষণমূলক ভাষণ দানের পর বিজয়ীদের অভিনন্দন ও উৎসাহিত ক'রে তাঁর ভাষণ সমাপ্ত করেন।

এরপর আমাকে বলা হয় কিছু বক্তব্য পেশ করার জন্য। আমি আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণে রাবেতার দাওয়াত ও তাবলীগের ব্যাপারে যে সকল ক্ষেত্রে শূন্যতা ও ঘাটতি রয়েছে অথচ সেগুলো অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনীয় সে সবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সকল শূন্যতা ও ঘাটতি পূরণ করা হলে তা কী কী সুফল বয়ে আনতে পারে তার প্রতিও আলোকপাত করি। প্রত্যুত্তরে বাবেতার পক্ষ থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়াও পাওয়া যায়।

তারপর আমীর মুহতারম সাউদ বিন আব্দুল মুহসীন ক্রমধারানুযায়ী বিজয়ী পাণ্ডুলিপি প্রণেতাগণের হাতে পূর্বঘোষিত পুরস্কার তুলে দেন। পারিশেষে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। ১৭ রবিউল আওয়াল বৃহস্পতিবার আমাদের দলটি ছিল মদীনা মুনাওয়ারার পথে অগ্রসরমান হয়। মক্কা মুকাররমা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার পথযাত্রায় আবেগ ও উল্লাসে আমাদের সমগ্র চেতনা ছিল ভরপুর। পথচলার প্রায় শেষ পর্যায়ে আমরা পরিদর্শন করলাম বদরের ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে আসর ওয়াক্তের কিছু পূর্বে গিয়ে উপস্থিত হলাম মাসজিদে নাবাবীতে। মদীনা মুনাওয়ারায় দিন কয়েক অতিবাহিত করার পর কোন এক সকালে গেলাম খায়বারে। সেখানে ঐতিহাসিক দূর্গের ভিতর ও বের পরিদর্শন করার পর কিছুসময় কেটে গেল হাসি-আনন্দ, গল্প-গুজবে, হালকা রসিকতায় ও আমোদ স্ফূর্তিতে। তারপর ফিরে এলাম মদীনায়।

আখেরী নাবীর (ﷺ) সাধনা ও সাফল্যের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত পূণ্যভূমি মদীনার বিভিন্ন স্থান এবং আসমানী দূত জিব্রাঈল আমীনের (عليه السلام) আগমন স্থল ও ওহী অবতীর্ণ হওয়ার জায়গাগুলো পরিদর্শনে সপ্তাহ দুয়েক অতিবাহিত হওয়ার পর পুনরায় ফিরে এলাম আমরা মক্কা মুকাররমায়।

এখানে কা'বাহর ত্বাওয়াফ ও সা'ঈ করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেল আরও একটি সপ্তাহ। তারপর এ পূণ্যভূমির প্রিয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, ওস্তাদ ও ওলামা ও মাশায়েখগণের উষ্ণ আদর-আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হল আরও কয়টা দিন। এমনভাবে স্বপ্নলোকের মতো একান্ত আকাঙ্ক্ষিত মেজাজের সেই পূণ্যভূমিতে মাসাধিক কাল অবস্থানের পর ফিরে এলাম আবার তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ, পৌত্তলিকতার লীলা-নিকেতন হিন্দুস্থাণে। দুঃখ রইল শুধু এটুকু যে দেখতে দেখতে শুরু হতে না হতেই যেন শেষ হয়ে এল বন্ধুত্বের উষ্ণ আবেশ, পুষ্পের সুস্নিগ্ধ সুবাসে পরিতৃপ্ত হতে না হতেই শেষ হয়ে এল বসন্ত।

হিজায থেকে ফিরে আসতে না আসতেই উর্দু ভাষাভাষীগণের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপিত হল বইটি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করার জন্য। সেই দাবী অনবরত আসতেই থাকল বছর কয়েক যাবৎ। এদিকে বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে অনুবাদ কার্যে হাত দেয়া আমার পক্ষেও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অথচ ব্যাপারটি এড়িয়ে চলা কিংবা উপেক্ষা করারও উপায়ান্তর আমার ছিল না। এমন এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অনুবাদ কাজ আরম্ভ করে দিলাম। আল্লাহ তা'আলার দরবারে অশেষ শুকুর, কয়েক মাসের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সমষ্টিগত ফল হল সমগ্র বইটির অনুবাদ। আল্লাহই পূর্বের ও পরের সমস্ত কাজকর্মের একমাত্র মালিক:

পরিশেষে, যে সকল বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-পরিজন কোন না কোনভাবে এ কাজে আমাকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি অজস্র ধন্যবাদ। বিশেষ করে আমার ওস্তাদ মুহাতারাম মওলানা আব্দুর রহমান সাহেব, প্রিয়জন শাইখ ওয়ায়ের সাহেব এবং হাফেজ মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব, ফাজেলানে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় এ কারণে চিরকৃতজ্ঞ যে গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করার ব্যাপারে তাঁরা সময় মতো আমাকে অভিমত ও পরামর্শ দ্বারা উৎসাহিত এবং উপকৃত করেছেন। আমার প্রার্থনা, আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল সহৃদয় ব্যক্তিকে উত্তম বদলা দ্বারা তৃপ্ত করুণ এবং আমাদের সহায়ক ও মদদগার হউন। এ গ্রন্থ প্রণয়নের রচনাকারী গ্রন্থ প্রণেতা, পরীক্ষক এবং এ গ্রন্থ থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যাঁরা উপকৃত হবেন সকলের নাজাত লাভের ওসীলা হোক অত্র গ্রন্থ। আমীন!!

সফিউর রহমান মুবারকপুরী
১৮ই রবীউল আওয়াল ১৪১৫
২৬শে আগস্ট ১৯৯৪ ঈসায়ী

https://academy.texsam.com

পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে
আরবী তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা
সম্মানিত ড. আব্দুল্লাহ ‘উমার নাসীফ
মহাসচিব,
রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা কর্তৃক প্রদত্ত।

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তা'আলার যাঁর অপার অনুগ্রহে সমস্ত সৎকর্ম পূর্ণতা লাভ করে থাকে। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনই উপাস্য নেই। তিনি একক এবং অদ্বিতীয়, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা, প্রেরিত রাসূল এবং মনোনীত বন্ধু। তিনি তাঁর উপর অর্পিত আসমানী আমানত যথাযথভাবে প্রদান করেছেন এবং উম্মতগণকে এমন এক দীপ্তিময় আলোক-বর্তিকা এবং দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রমাণাদির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যার রাত্রিও দিবালোকের ন্যায় আলোকোজ্জ্বল। আল্লাহ তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবীগণের (رضي الله عنهم) প্রতি শান্তি বর্ষণ করুণ। আর সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধান হোক যিনি তাঁর প্রদর্শিত বিধানানুযায়ী আমল করেন। হে আল্লাহ, আমরা আপনার সন্তুষ্টি কামনা করছি। আপনিই একমাত্র দয়ার আধার এবং সর্বোচ্চ দয়াময়।

আল্লাহর নাবীর (ﷺ) পবিত্র আদর্শ হচ্ছে চির পুরাতনের পথ বেয়ে আসা চির নতুন, সর্বোচ্চ দাতার এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং ক্বিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বিদ্যমান এক শাশ্বত পাথেয়। এ অবিনশ্বর আদর্শের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা এবং পুস্তকাকারে তা লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা নাবী (ﷺ)-এর আবির্ভাবের পর থেকেই মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে চলে আসছে এবং বিভীষিকাময় ক্বিয়ামাতের সেই প্রলয়কারী ধ্বংস পর্যন্ত বহাল থাকবে। কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক এ আদর্শ এবং উদাহরণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যেখানে সামান্যতম শূন্যতা, কমতি কিংবা ঘাটতির কোনই অবকাশ নেই এবং এমন একটি ছাঁচ যে ছাঁচে সার্বিক জীবন ধারা সংগঠিত এবং পরিচালিত হওয়া বিধেয়। আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান ইসলামের প্রত্যেকটি বিধি-বিধান অনুসরণের মাধ্যমে রাসূল (ﷺ) এমন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যা সর্বকালে ও সর্বযুগে সকল মানুষের জন্য সমভাবে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]

‘তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে।” (আল-আহযাব ৩৩ : ২১)

আর যখন ‘আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ‘রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চরিত্র কেমন ছিল?’ তখন উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, পবিত্র কুরআন কারীমই ছিল তাঁর চরিত্র।

অতএব যারা দুনিয়া ও আখিরাতের ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত ও প্রদর্শিত পথে নিজেকে পরিচালিত করতে ইচ্ছুক তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উত্তম আদর্শ অবলম্বন ছাড়া কোন উপায়ান্তর নেই। শুধু তাই নয়, বরং তাকে অবশ্যই আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, নাবীর (ﷺ) জীবন চরিতই হচ্ছে আল্লাহর বিধান ব্যবস্থিত সরল পথ বা সিরাতুল মুসতাকীম। সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) জীবনের সর্বক্ষেত্রেই কুরআনে বর্ণিত বিধানাদি বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিরাতুল মুস্তাকীম বা সরল পথ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। নাবী (ﷺ) প্রদর্শিত এ পথে ধনী-নির্ধন, রাজা-প্রজা, পরিচালক-পরিচালিত, নর-নারী, শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ সকলের জন্যই হিদায়াত রয়েছে। অধিকন্তু, আরও রয়েছে রাজনীতি-শাসননীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধ, সন্ধি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ইত্যাদি ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।

বর্তমানে বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায় আল্লাহ প্রদত্ত সেই পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যখন অধঃপতন ও অন্ধকারের অতল তলে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন এটা কি তাঁদের জন্য উত্তম নয় যে তাঁরা এ ব্যাপারে সতর্ক হবেন এবং শিক্ষা-

https://academy.texsam.com

দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য ও তাহযীব-তামাদ্দুনসহ সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রেই নাবীর (ﷺ) জীবনের চরিতকে জীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে রেখে অগ্রসর হবেন। কেননা, এটা শুধু চিন্তাভাবনার বিষয়ই নয়, বরং আল্লাহর পথে প্রত্যাবর্তনের এটাই হচ্ছে একমাত্র লক্ষ্য এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের যথার্থ কল্যাণ। অধিকন্তু এটাই হচ্ছে চরিত্র গঠনের উন্মুক্ত প্রান্তরে আল্লাহর কালাম কুরআন কারীমের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের শিক্ষাগত সর্বোত্তম পন্থা। যার ফলে একজন মু'মিন বান্দা শরীয়তের অনুসারী হয়ে ওঠে এবং সমাজ-জীবন যাপনের সকল বিষয়ে আল্লাহকে একমাত্র ব্যবস্থাপক হিসেবে গ্রহণ করে।

আলোচ্য গ্রন্থ 'আর রাহীকুল মাখতূম' বিজ্ঞ রচিয়তা শাইখ সফিউর রহমান কর্তৃক রচিত। যথেষ্ট সময়, শ্রম এবং কায়িক ও মানসিক শক্তি ব্যবহারের বিনিময়ে রাবেতা আলমে ইসলামী কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৩৯৬ হিজরী সনে নাবীর (ﷺ) জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম পুরস্কার লাভের এক দুর্লভ গৌরব অর্জন করেছেন। এ সম্পর্কে রাবেতা আলমে ইসলামীর মহাসচিব মরহুম আশ শাইখ মুহাম্মদ 'আলী আল হারকান (আল্লাহ তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং উত্তম বিনিময় প্রদান করুন) প্রথম ভূমিকায় বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন।

এ গ্রন্থটি আপামর সকলের নিকট অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। সকলেই অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন এ গ্রন্থ রচিয়তার। প্রকাশিত হওয়ার পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের দশ হাজার কপি নিঃশেষিত হয়েছে। এরপর মুহাতারাম হাস্‌সান হামাভী নিজ অনুগ্রহে আরও পাঁচ হাজার কপি ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা প্রদান করুন।

সে সময় তিনি এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা তৈরি করে দেয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ জানান। তাই তাঁর এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে সংক্ষিপ্ত আকারে এ ভূমিকাটি লিখে দিলাম। আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি তিনি যেন এ কাজকে তাঁর জন্য কবুল করে নেন এবং এর দ্বারা মুসলিমদের উপকৃত করেন যাতে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের এ লাজুক ও নাজেহাল অবস্থা উত্তম অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার সেই হৃত গৌরব ও মর্যাদা যা দিয়ে তাঁরা বিগত দিনে নের্তৃত্ব করতেন তা যেন ফিরে পান। আল্লাহ তা'আলার সেই মহা নির্দেশ যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়:

﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

'তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানবজাতির (সর্বাত্মক কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে, তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ হতে নিষেধ কর ও আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।'

(আলু 'ইমরান ৩ : ১১০)

এবং দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর উপর যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য করুণা স্বরূপ, যিনি ছিলেন বিশ্ব মানবের পথ প্রদর্শক এবং মুক্তির দিশারী। আর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবীগণ (ﷷ) এবং সৎকর্মশীলদের উপর। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের জন্য।

ড. আব্দুল্লাহ 'উমার নাসীফ
মহা সচিব,
রাবেতা আলমে ইসলামী,
মক্কা মুকাররমা।

https://academy.texsam.com

পরম করুণাময় কৃপানিধান আল্লাহর নামে

আরবী ১ম সংস্করণের ভূমিকা

সম্মানিত শাইখ মুহাম্মদ 'আলী আল-হারকান

মহা সচিব, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা প্রতিপালক, যিনি আসমান-জমিন এবং অন্ধকার-আলোর সৃষ্টিকর্তা। আর আল্লাহ দরুদ অবতীর্ণ করুন রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর উপর যিনি আখেরী নাবী এবং নাবী-রাসূলগণের প্রধান। তিনি সত্য ও সৎকর্মের জন্য সুসংবাদ প্রদান করেন এবং অসত্য ও অসৎ কর্মের জন্য ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেন, তিনি ওয়াদা করেন এবং অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে আদমের সন্তানকে ভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন এবং সঠিক সরল পথে চলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। আসমান ও জমিনের যেখানে যা কিছু রয়েছে সব কিছুকেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হতে হবে। তারপর আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা নিজ রাসূল (ﷺ)-কে উচ্চ প্রশংসিত স্থান এবং মু'মিনদিগের জন্য শাফা'আত করার মর্যাদা দান করেছেন। নাবী (ﷺ)-এর সঙ্গে সকলের মহব্বত ও মর্যাদার সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং আদর্শের অনুসরণ করে চলাকে মহব্বতের চিহ্ন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কুরআনে যেমনটি ইরশাদ হয়েছে, ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]

'বলে দাও, 'যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসকল ক্ষমা করবেন।' (আলু 'ইমরান ৩ : ৩১)

এ জন্যই মানুষ তাদের অন্তরের সাথে নাবী কারীম (ﷺ)-কে ভালবাসার উদ্দেশ্যে ঐ সমস্ত পথ বা উপায় অন্বেষণ করতে থাকে যার মাধ্যমে তাঁর সাথে সম্পর্কটা অত্যন্ত দৃঢ়তর হয়ে যায়। যেমন ইসলামের শুরু থেকে মুসলিম নাবী কারীম (ﷺ)-এর গুণাবলী ও জীবন চরিত আলোচনা, রচনা, প্রকাশ ও প্রচারের জন্য একজন অপর জন থেকে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন। নাবী (ﷺ)-এর চরিত বলা হয় তাঁর কথা, কাজ এবং উত্তম চরিত্রকে। উম্মুল মুমেনীন 'আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) বলেছেন, আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনই হল তাঁর চরিত্র। আর এ মহাসত্যটি অবশ্যই সকলের জানা রয়েছে যে, কুরআনুল কারীম হল আল্লাহ তা'আলার কিতাব এবং তাঁর পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ বাণীর নাম। অতএব, যাঁর চরিত্র বা গুণাবলী হচ্ছে পুরো কুরআন তিনি অবশ্যই মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম, পূর্ণাঙ্গ জীবনের অধিকারী এবং আল্লাহ তা'আলার সমগ্র সৃষ্টির সর্বাধিক মহব্বত লাভের সর্বোত্তম হকদার।

মুসলিমদের অন্তর ও জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবেই এ গভীর ভালবাসা সর্বদা চিহ্নিত হয়ে এসেছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই নাবী কারীম (ﷺ)-এর জীবন চরিত বিষয়ে প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাবেতা এ সম্মেলনেই ঘোষণা দেন যে, নিম্নোক্ত শর্তাদি সাপেক্ষে যাঁরা নাবী (ﷺ)-এর জীবন চরিত বিষয়ক গ্রন্থের উত্তম পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন, তাঁদের পাঁচ জনকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৌদি রিয়াল পুরস্কার প্রদান করা হবে।

শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. বিষয়ের আলোচনা পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ এবং যথাসময়ে ক্রমানুসারে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সুবিন্যস্ত হতে হবে।

২. আলোচনার মান অবশ্যই উৎকৃষ্ট হতে হবে এবং তা যেন ইতোপূর্বে প্রকাশিত কিংবা প্রচারিত না হয়ে থাকে তার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩. বিষয়াদি আলোচনার সময় যে সকল সূত্র থেকে তা গৃহীত হয়েছে ঐ সকল সূত্রের বরাতগুলো পুরোপুরি উল্লেখ করতে হবে।

৪. গ্রন্থ রচয়িতা বিস্তারিতভাবে নিজের জীবন চরিত উল্লেখ করবেন। অধিকন্তু, তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং নিজস্ব কোন রচনা যদি থাকে তবে তাও উল্লেখ করবেন।

https://academy.texsam.com

৫. পাণ্ডুলিপির লেখা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, সুস্পষ্ট এবং সহজ পাঠ্য হতে হবে।

৬. আরবী ভাষা কিংবা অন্য কোন বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত ভাষায় গ্রন্থ রচিত হলে তা গৃহীত হবে।

৭. ১লা রবিউল সানী, ১৩৯৬ হিজরী সন হতে ১লা মুহার্‌রম ১৩৯৭ হিজরী পর্যন্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করা হবে।

৮. গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি 'রাবেতা আলমে ইসলামী, মক্কা মুকাররমা' সচিবালয়ে সীল মোহরকৃত খামে প্রেরণ করতে হবে যার উপর রাবেতা নিজস্ব একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করবেন।

৯. বিজ্ঞ আলেমগণের এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গ্রন্থগুলো পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

রাবেতার এ ঘোষণা নাবী প্রেমিকগণের জন্য ছিল চরম এক আনন্দের ব্যাপার। তাঁরা প্রবল আগ্রহ ও আনন্দ উদ্দীপনার সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। এদিকে রাবেতা আলমে ইসলামীও আরবী, ইংরেজী, উর্দু এবং অন্যান্য সমৃদ্ধ ভাষায় সংকলিত পাণ্ডুলিপি সাদরে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

তাই আমাদের সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ বিবিধ ভাষায় পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করে প্রেরণ করতে শুরু করেন। প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির মোট সংখ্যা ছিল ১১৮২টি যার মধ্যে আরবী ভাষায় ছিল ৮৪টি, উর্দু ভাষায় ৬৪টি, ইংরেজী ভাষায় ২১টি এবং ফ্রান্সের ভাষায় ছিল ১টি হুসা ভাষায় ১টি। মোট ১৭১টি পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতার জন্য গৃহীত হয়।

এ পাণ্ডুলিপিগুলো ভালভাবে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্য যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ক্রমধারায় বিন্যস্ত করা হয়:

১. **প্রথম পুরস্কারঃ** শাইখ সফিউর রহমান মোবারকপুরী, জামেয়া সালাফিয়া, হিন্দ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার সৌদী রিয়াল।

২. **দ্বিতীয় পুরস্কারঃ** ড. মাজেদ 'আলী খাঁন, জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া, নয়া দিলী, হিন্দ ৪০ হাজার সৌদী রিয়াল।

৩. **তৃতীয় পুরস্কারঃ** ড. নাসীর আহমাদ নাসের ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান, ৩০ হাজার সৌদী রিয়াল।

৪. **চতুর্থ পুরস্কারঃ** অধ্যাপক হামিদ মাহমুদ মুহাম্মদ মানসুর, লিমুদ, মিশর, ২০ হাজার সৌদী রিয়াল।

৫. **পঞ্চম পুরস্কারঃ** অধ্যাপক আব্দুস সালাম হাশিম হাফেজ, মদীনা মুনাওয়ারা মামলাকাতে সৌদী আরব ১০ হাজার সৌদী রিয়াল।

রাবেতা ১৩৯৮ হিজরীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে উল্লেখিত বিজয়ী প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তা প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তারপর পুরস্কার বিতরণের জন্য রাবেতা মক্কা মুকাররমার নিজস্ব কার্যালয়ে আমীর সাউদ বিন আব্দুল মুহসিন বিন আব্দুল আযীযের নেতৃত্বে ১৩৯৯ হিজরীর ১২ই রবিউল আওয়াল শনিবার সকালে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মক্কার গভর্নর আমীর ফাওয়াজ বিন আব্দুল আযীযের সেক্রেটারী আমীর সউদ এ অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ অনুষ্ঠানেই রাবেতার সচিবালয় হতে পুরস্কারপ্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি প্রণেতাদের পাণ্ডুলিপিগুলো বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে ছাপানোর পর বিতরণ করার কথা ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে শাইখ সফিউর রহমান মোবারকপুরী হিন্দ রচিত আরবী ভাষায় গ্রন্থটিকে সর্ব প্রথম মুদ্রণের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ, তিনিই হচ্ছেন প্রথম পুরস্কার বিজয়ী গ্রন্থকার। পরবর্তী পর্যায়ে অন্যান্য গ্রন্থগুলো যথাক্রমে মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা হবে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম তাঁর জন্য খাঁটি করে নিয়ে অনুগ্রহ করে নিজ দরবারে গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই, তিনিই আমাদের একক ও অদ্বিতীয় প্রভু এবং সর্বোত্তম সাহায্যকারী।

মুহাম্মদ 'আলী আলহারাকান
মহাসচিব
রাবেতা আলমে ইসলামী
মক্কা মুকাররমা।

https://academy.texsam.com

গ্রন্থ রচয়িতার জীবন বৃত্তান্ত

রাসূল (ﷺ)-এর জীবন চরিত বিষয়ে প্রতিযোগিতামূলক গ্রন্থ রচানর জন্য রাবেতা আলমে ইসলামীর অন্যতম শর্ত ছিল প্রতিযোগিদের জীবন কথা লিপিবদ্ধ করা। তাই এ পর্যায়ে আমি আমার নিজস্ব ভাষায় সাদাসিধে জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করছি:

পুরো নাম এবং পরিচয় : আমার নাম সফিউর রহমান বিন আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আকবর বিন মুহাম্মদ 'আলী বিন আব্দুল মু'মিন বিন ফকীরুল্লাহ মোবারকপুরী আযমী।

জন্ম তারিখ : সনদ মুতাবিক আমার জন্ম তারিখ ৬ই জুন, ১৯৪৩ ইং সন। কিন্তু এ হচ্ছে কিছুটা আনুমানিক ব্যাপার। অনুসন্ধানে বিলক্ষণ জানা যায় যে, আমার জন্ম হয় ১৯৪২ সালে মধ্যভাগে। জন্মস্থান সূত্রে আমার গ্রামের নাম হচ্ছে হোসাইনাবাদ। এটা হল মোবারকপুরের উত্তর দিকে এক মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছোট্ট একটি গ্রামে। মোবারকপুর হল শিল্পোন্নত ও জ্ঞান চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ আজমগড়ের ছোট্ট একটি শহর। এ প্রেক্ষিতে হোসাইনাবাদ এবং মোবারকপুর উভয় নামের সঙ্গেই আমি সমভাবে সম্পর্কিত।

শিক্ষাদীক্ষা : ছোট বেলায় আমি আমার দাদা ও চাচার নিকট থেকে কুরআন মাজীদের কিছু অংশ শিখেছিলাম। তারপর ১৯৪৮ সালে *'মাদ্রাসায়ে দারুত তালীম'* মোবারকপুরে ভর্তি হই। সেখানে ছয় বছর যাবৎ গভীর মনোযোগ সহকারে প্রাথমিক থেকে জুনিয়র কোর্স পর্যন্ত লেখাপড়া করি। অন্তর্বর্তীকাল কিছু ফার্সী চর্চাও করি।

তারপর ঈসায়ী ১৯৫৪ সনের জুন মাসে মাদ্রাসা এহইয়াউল উলুম মোবারকপুরে ভর্তি হয়ে আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, নাহু, সার্ফ এবং অন্যান্য বিষয়ে নিষ্ঠার সাথে পড়াশোনা করি। সেখানে বছর দুয়েক কাটানোর পর মৌনাথ ভঞ্জনের মাদ্রাসা ফাইজে আমি মউয়ে ভর্তি হই। এ শিক্ষায়তনটি ছিল সেখানকার একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। মোবারকপুর শহর হতে মৌনাথ ভঞ্জন প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত।

১৯৫৬ সনের মে মাসে আমি ফাইজে ভর্তি হই এবং সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ সেখানে অবস্থান করি। সেখানে আরবী ভাষা, ব্যকরণ ও ধর্মীয় বিষয়াদি অর্থাৎ তাফসীর, হাদীস, উসুলে হাদীস, ফিক্বাহ, উসুলে ফিক্বাহ এবং অন্যান্য বিষয়ে অতান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা লাভ করি। ১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে শিক্ষাকোর্স সমাপনান্তে আমাকে নিয়মিত পাগড়ী ও শিক্ষা সমাপনী সনদ প্রদান করা হয়। এ সনদ খানা ধর্ম এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে সুশিক্ষা লাভের একটি সম্মান সূচক পদক প্রতীক। এ সনদে আলোচ্য বিষয়াদির শিক্ষাদান এবং ফতোয়া প্রদানেও যথারীতি অনুমতি রয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে সকল পরীক্ষাতেই আমি উল্লেখযোগ্য ও ইপ্সিত সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কৃতকার্য হয়েছিলাম। শিক্ষা গ্রহণকালে আমি এলাহাবাদ বোর্ড পরীক্ষাতেও অংশ গ্রহণ করি। ১৯৫৯ ইং সনের ফেব্রুয়ারী আলেম পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করি। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে উভয় পরীক্ষাতেই বেশ কৃতিত্বের সাথে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই।

তারপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিক্ষাবন্টনের নতুন অবস্থা ও ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার্থে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ ইং সনে ফাযিলে আদাব ও ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ সনে ফাজিলে দীনিয়াৎ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী যে উভয় পরীক্ষাতেই আমি সুনামের সঙ্গে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই।

বাস্তব কর্মজীবন : ১৯৬১ সনে *'মাদ্রাসা ফাইযে আম'* থেকে শিক্ষা সমাপনান্তে এলাহাবাদ জেলায় ও নাগপুর শহরে শিক্ষাদান কার্যে এবং সেই সঙ্গে বক্তৃতাদান কার্যেও আত্মনিয়োগ করি। বছর কয়েক পর মার্চ ১৯৬৩ সনে মাদার ইলমী মাদ্রাসা ফাইযে 'আমির প্রধান কর্মকর্তা আমাকে শিক্ষকতার জন্য আহ্বান জানান। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি কাজে যোগদান করি, কিন্তু নানাবিধ অসুবিধা ও কষ্টের মধ্য দিয়ে দু'বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই আমি সেই স্থান ছেড়ে যেতে বাধ্য হই। ঠিক পরের বছরটি আমি অতিবাহিত করি আজমগড়ে অবস্থিত 'জামেয়াতুর রাশাদে' এবং ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ সনে মুদাররিস হিসেবে 'মাদ্রাসা দারুল হাদীস মৌ' এর দাওয়াত গ্রহণ করি। এখানে তিন বছরের অবস্থানকালে শিক্ষকতা এবং সহকারী প্রধান হিসেবে আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবাধায়কের

https://academy.texsam.com

দায়িত্ব পালন করতে হয়। তারপর এ কার্যে ইস্তফা দিয়ে 'মাদ্রাসা ফাইজুল উলুম সিউনীর' সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করি। মৌনাথ ভনজন হতে অত্র প্রতিষ্ঠানের ব্যবধান ছিল প্রায় সাত শত কিলোমিটার। প্রতিষ্ঠানটি মধ্য প্রদেশে অবস্থিত। জানুয়ারী, ১৯৬৯ সন হতে সেখানে শিক্ষকতা ছাড়াও প্রতিষ্ঠান প্রধান মুদার্রেস হিসেবে দায়িত্ব পালন করি এবং আশপাশের এলাকায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজও করতে থাকি। অধিকন্তু জুমার খুৎবার দায়িত্বও পালন করি।

তারপর ১৯৭২ সনের প্রান্তভাগে মাদ্রাসা দারুত তালীম, মোবারকপুরের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। এ মাদ্রাসায় দু'বছর অবস্থানের পর ১৯৭৪ সনের অক্টোবর দেশের শিক্ষায়তন 'জামেয়া সালাফিয়ায়' চলে আসি। বর্তমানে সেখানেই চাকুরীতে রয়েছি। এছাড়া 'মুহাদ্দিস' নামক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা সম্পাদনার গুরুদায়িত্বও ন্যস্ত ছিল আমারই কাঁধে। এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ দায়িত্বটিও পালন করে আসছি নিষ্ঠার সঙ্গে।

রচনাবলী : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপনান্তে কিছু কিছু রচনা এবং অনুবাদ কার্যেও হাত দিই। এ সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনাবলী এবং অনুবাদ হচ্ছে যথাক্রমে নিম্নরূপঃ

১. *'তাযকেরায়ে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব'*, প্রকাশকাল ইং ১৯৭২ সাল। অত্র পুস্তকটি এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে অল্পকালের মধ্যেই চার চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।
২. *'তারীখ আলে সাউদ'*, (উর্দু) প্রকাশকাল ১৯৭২ সাল। পুস্তকটি দু'বার মুদ্রিত হয়েছে।
৩. *'ইতহাফুল কেরাম তালিকু বুলুগুল মারাম'*, (আরবী) লি-ইবনে হাজার আসকালানী। প্রকাশকাল ১৯৭৪ সাল।
৪. *'কাদেয়ানিয়াত আপনে আয়না মে'*, (উর্দু) প্রকাশকাল ১৯৭৬ সাল।
৫. *'ফেতনা-ই-কাদেয়ানিয়াত আওর মওলানা সানাউলাহ অমৃতসরী' (উর্দু)*, প্রকাশকাল ১৯৭৭ সাল।
৬. *'আর রাহীকুল মাখতূম'*, রাবেতা আলমে ইসলামী কর্তৃক আহ্বানকৃত প্রতিযোগিতার জন্য প্রণীত।
৭. *'ইনকারে হাদীস হক্ক ইয়া বাতিল'*, (উর্দু) ইং ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত।
৮. *'রাযমে হক্ক ওয়া বাতিল'*, (বাজর ডিহা নামকস্থানে অনুষ্ঠিত বিতর্কানুষ্ঠানের বিবৃতি'।
৯. *'এবরাযুল হক্ক ওয়াস সওয়াব ফী মাসয়ালাতিস সুফুরে ওয়াল হিজাবে' (আরবী)*, প্রকাশকাল ১৯৭৮ সাল। পর্দা সম্পর্কে আল্লামা ড. তাকিউদ্দীন হিলালী মারাকুশীর (রাহি.) অভিমতের উপর অনুসন্ধানমূলক গ্রন্থ। অত্র গ্রন্থটি 'জামেয়া সালাফিয়া' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।
১০. *'তাতাওয়ারুস শৌউব ওয়াদ্দিয়ানতে ফীল হিন্দ ওয়া মাজালুদ্দাওয়াতিল ইসলামিয়াত ফীহা' (আরবী)*, ১৯৭৯ সনে 'জামেয়া সালাফিয়ার' মাসিক প্রত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।
১১. *'আল ফিরকাতুন নাজিয়া অল ফেরাকুল ইসলামিয়াতুল উখরা' (আরবী)*, রচনাকাল ১৯৮২ সাল (অপ্রকাশিত)।
১২. *'ইসলাম আওর আদমে তাশাদ্দুদ' (উর্দু)*, প্রকাশকাল ১৯৮৪ সাল। পরবর্তীকালে অত্র গ্রন্থটি হিন্দী এবং ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়।
১৩. *'আহলে তাসাওয়াফ সিয়াসিয়া ফীল ইসলাম' (আরবী)*, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত।
১৪. *'আল আহজাবুস সিয়াসিয়া ফীল ইসলাম' (আরবী)*, ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত।

এ ছাড়া আমি 'মাসিক মুহাদ্দিস' বেনারসের সম্পাদকের পদেও নিযুক্ত এবং কর্মরত ছিলাম।[১]

والله الموفق وازمة الأمور كلها بيده – ربنا تقبله منا بقبول حسن وانبته نباتا حسنا

[১] আর-রাহীকুল মাখতূম গ্রন্থের লেখক শায়খ সফিউর রহমান মুবারকপুরী ২০০৬ সালের ১ ডিসেম্বর জুমা'আর সালাত পর মৃত্যুবরণ করেন।

https://academy.texsam.com

লেখকের আরবী সংস্করণের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. اللّهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفجّر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيرا. وبعـــد:

এটা বড়ই খুশি ও আনন্দের কথা যে, রবিউল আওয়াল ১৩৯৬ হিজরীতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত মহানাবী (ﷺ)-এর সীরাত বা জীবন চরিত বিষয়ক সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে রাবেতা আলমে ইসলামী নাবীকুল সম্রাটের (ﷺ) সীরাত সম্পর্কে প্রতিযোগিতামূলক গ্রন্থ রচনা এবং মানের উৎকর্ষতার ভিত্তিতে প্রথম থেকে পঞ্চম এ পাঁচ জন গ্রন্থ রচয়িতাকে উত্তমরূপে পুরস্কৃত করার কথা ঘোষণা করেন। এ মহতী প্রয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল উপর্যুক্ত গ্রন্থকারদের মধ্যে সুগভীর মনীষা ও গবেষণাজনিত অভিসন্দর্ভ রচনা এবং গ্রন্থ রচনা। আমার মতে এটা হচ্ছে অত্যন্ত শুভ ও কল্যাণপ্রদ একটি পদক্ষেপ। কারণ গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা ভাবনা করে দেখলে এটা সুস্পষ্ট দিবালোকের মতোই প্রতিভাত হবে যে, প্রকৃতপক্ষে নাবীর (ﷺ) জীবন চরিত ও মুহাম্মদী জীবনাদর্শ হচ্ছে এমন একটি মূল উৎস যেখান থেকে পুরাতনকে নতুনভাবে পুনরুজ্জীবন দান, বিশ্ব ইসলামী জীবনে নব জাগরণ এবং মানব সমাজে সৌভাগ্যের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে পারে। নাবী কারীমের (ﷺ) বরকতময় সত্তার প্রতি অগণিত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক অজস্র ধারায়।

তারপর আমি মনের কোণে এরূপ ধারণা করে নিলাম যে, যদি আমি এ কল্যাণপ্রদ ও শুভ প্রতিযোগতিায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করি তাহলে ইনশাআল্লাহ তা হবে আমার জন্য অসীম আনন্দ ও অন্তহীন সৌভাগ্যের প্রতীক। কিন্তু এ প্রশ্নটিও মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকল যে, কতটুকুই বা আমার বিদ্যা-বুদ্ধি কিংবা যোগ্যতা রয়েছে যে দু'জাহানের অবিসংবাদিত ও মহা সম্মানিত ব্যক্তির পবিত্র জীবন-চরিত সম্পর্কে আমি যথাযথ আলোকপাত করতে পারি। আমি যখন নাবী কারীমের (ﷺ) সর্বোতমুখী প্রতিভা ও জ্ঞানালোকের কিছু অংশ নিজের ভাগ্যে অর্জন করতে সক্ষম হব তখন নিজেকে সর্বাধিক সৌভাগ্যবান এবং সফলকাম বলে মনে করব। আর তখন হতে আমি অজ্ঞানতার অন্ধকার ও ভ্রষ্টতার মধ্যে নিপতিত হয়ে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে একজন উম্মত হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রদর্শিত জীবন ধারায় জীবন যাপন করছি বলে ভাবতে পারব এবং এর মধ্যেই আমার মৃত্যু নেমে আসবে। তারপর নাবী কারীমের (ﷺ) শাফা'য়াতের বরকতে আল্লাহ তা'আলা অতীত জীবনে অর্জিত আমার পাপরাশি মার্জনা করবেন বলে প্রত্যাশা করব।

এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পর্কিত প্রাক-চিন্তন প্রসঙ্গটি সবিনয়ে নিবেদন করার যে প্রয়োজন এ সময়ে অনুভব করছি এবং তা হচ্ছে, এ গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্বে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে গ্রন্থ খানা পাঠকের মনে বিরক্তি বা এক ঘেয়েমি সৃষ্টি করতে পারে এমন দীর্ঘ কলেবর বিশিষ্ট কিংবা হৃদয়ঙ্গম বা বোধগম্য হওয়ার ব্যাপারে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে এমন সংক্ষিপ্তও যেন না হয়। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয় এবং বিধেয় মনে করে কাজে হাত দিই।

কিন্তু যখন মহানাবীর (ﷺ) সীরাত বা জীবন চরিত সম্পর্কিত গ্রন্থগুলোর প্রতি সমীক্ষাসূচক দৃষ্টি নিক্ষপ করলাম তখন দেখা গেল যে ঘটনাবলীর ক্রমবিন্যাসে সামান্য বিষয়াদি সম্পর্কে বর্ণনায় যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। এ জন্য আমি স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, যে সব স্থানে এ জাতীয় পার্থক্য ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হবে সে সব স্থানে আলোচনার সকল দিকেই দৃষ্টিপ্রদান করে ব্যাপক গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে যে ফল দাঁড়ায় তা-ই এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত হবে। তবে প্রাসঙ্গিক দলীল ও সাক্ষ্য প্রমাণের বিবরণাদি এবং একে প্রাধান্য প্রদানের আমি উল্লেখ করতে চাই না। কারণ, এতে অযথা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির যথেষ্ট আশঙ্কা থাকবে।

তবে এ ব্যাপারে আরও এক ধাপ অগ্রসর হয়ে আমি এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করলাম যে, যদি এমনটিও হয় যে আমার উপস্থাপিত বিষয়বস্তু পাঠকের মনে কিছুটা বিস্ময় কিংবা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, কিংবা যে ঘটনাবলীর ব্যাপারে সাধারণ লেখক বিষয়বস্তু সম্পর্কে এমন এক চিত্র উপস্থাপন করছেন যা আমার দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ নয় সেখানে সাক্ষ্য প্রমাণাদির উল্লেখ অবশ্যই থাকবে।

হে আল্লাহ, আমার তকদীরে ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ বিধান করো। তুমি যথার্থই ক্ষমাশীল, পরম বন্ধু, 'আরশের মালিক এবং মহান ও উর্দ্ধতন কর্তা।

জুমু'আতুল মুবারক
২৪ শে রজব, ১৩৯৬ হিজরী
মোতাবেক ২৪ শে জুলাই, ১৯৭৬ ইং।

সফিউর রহমান মোবারকপুরী
জামেয়া সালাফিয়া,
বেনারস, হিন্দুস্থান।

https://academy.texsam.com